বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৮-২০০৯

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-২০০৯

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৬, ১৭ ও ২১ তলা)
১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৮১০১-২, ৯৫৬১৫২৫
ফ্যাক্স ঃ (৮৮)-০২-৯৫৬৩৭২১
Website : http://www.secbd.org
E-mail : secbd@bdmail.net

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-২০০৯

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন	৭
২	বাংলাদেশের পুঁজিবাজার	১০
৩	সিএমআরআরসি	১৭
৪	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি	১৯
৫	ক্যাপিটাল ইস্যু	২১
৬	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	২৪
৭	নিবন্ধন	২৫
৮	মিউচ্যুয়াল ফান্ড এন্ড এসপিভি	৩০
৯	সার্ভেইল্যান্স	৩১
১০	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ	৩২
১১	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ	৩৬
১২	সিডিএস	৩৭
১৩	এনফোর্সমেন্ট	৩৭
১৪	আইন	৩৮
১৫	এমআইএস	৩৮
১৬	গবেষণা ও উন্নয়ন	৩৯
১৭	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট	৪০
১৮	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪০
১৯	কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী	৪১
২০	পরিশিষ্টসমূহ	৪৩
২১	কমিশনের সদস্য ও নির্বাহীদের তালিকা	৭৩

১. চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন

১৯৯৩ সালের ৮ই জুন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ জারীর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হলো বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পুঁজিবাজারের আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, সিকিউরিটিজের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তন, সেন্ট্রাল ডিপজিটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার সংরক্ষণ ও হস্তান্তর, বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক সিকিউরিটিজের তাৎক্ষনিক বাজারমূল্য ও ইনডেক্স তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা ইত্যাদি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের যেমন আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কোম্পানির যে কোন উন্নয়ন উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করি। তবে এ ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার, ব্রোকার ডিলার, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, অডিটরস্‌, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী, বেসরকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আরও অধিক পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদেরকে আরও অধিক সচেতন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল বিভাগসহ বেশ কিছু জেলা শহরে ট্রেডিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে, তবে এর পরিধি দেশব্যাপী আরও বিস্তৃত করার ব্যাপক অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসইসি, ডিএসই, সিএসই ও মার্চেন্ট ব্যাংকারসমূহ প্রতিমাসে দুই বা তার অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত করে আসছে। এছাড়া বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে কমিশন পত্র প্রেরণ করেছে। তাছাড়া পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এসইসির কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত অপর একটি বুকলেটও প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি পুঁজিবাজারের উপর প্রশিক্ষণের অধিক বিস্তৃতির জন্য বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গত ২৫শে মে ২০০৮ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে দশ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ও সেক্রেটারী নিয়োগ, অফিস ভাড়া ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতিমধ্যে দু'টি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী বাজারে নিবন্ধিত হয়েছে এবং তারা তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ক্রেডিট রেটিং এর কাজ করে যাচ্ছে যা বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ।

সুদৃঢ় মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিসমূহ অনেক ক্ষেত্রে তাদের শেয়ারের উপযুক্ত মূল্য পায় না বিধায় শেয়ার বাজারে আসতে দ্বিধাগ্রস্থ থাকে। তাদের এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এবং ভাল কোম্পানির শেয়ার পুঁজিবাজারে আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক শেয়ারের বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসাবে ১১ মার্চ ২০০৯ তারিখ থেকে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বুক বিল্ডিং পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা হলো- বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় সুদৃঢ় মৌল ভিত্তিসম্পন্ন ভাল কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছাড়তে আগ্রহী হয়, মার্কেটে ভাল সিকিউরিটির যোগান বাড়ে এবং প্রথম দিনের বিক্রয় মূল্য ও ইস্যু মূল্যের ব্যবধান কমে আসে।

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে পুঁজিবাজারে ভাল সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন উক্ত সময়ে আরও ৫টি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ, ৪টি এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি সনদ, ২টি সিকিউরিটি কাষ্টডিয়ান সনদ, ৬টি ট্রাস্টি সনদ, ৫৪টি স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার সনদ প্রদান করেছে। পুঁজিবাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্ত মার্চেন্ট ব্যাংকারদের ঋণ প্রদানের বিষয়ে কমিশন একটি বিধিমালা জারী করেছে এবং স্টক ব্রোকার/ডিলারদের শাখা খোলার ব্যাপারে একটি নীতিমালা তৈরী করেছে। মার্জিন ঋণ নিয়ন্ত্রনে জারীকৃত বিধিমালা পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটিজ যাতে ঝুঁকির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। এ ধরনের সিকিউরিটিজ বৃদ্ধির জন্য কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এ ধরনের নতুন কিছু সিকিউরিটিজ বাজারে আসার প্রক্রিয়ায় আছে। ৩০ জুন ২০০৯ এ বাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা ১৭ এবং পরিমাণ ১৫৮৯ কোটি টাকা। মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা মার্কেটের ঝুঁকি হ্রাস করতে তথা স্থিতিশীলতার আবহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে ৭টি কোম্পানিকে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে ৬৬.৭০ কোটি টাকা মূলধন উত্তোলনের জন্য প্রসপেক্টাস প্রকাশের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৭টি কোম্পানির ৮২ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২৩৮৯.২৯ কোটি টাকা । এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ৩৫.৮২ গুণ, যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর ব্যাপক চাহিদার পরিচায়ক।

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় ২০০৮ - ২০০৯ অর্থবছরে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ (সিডিবিএল) এ ৩,৪৭,৩০৯ টি বিও হিসাব খোলা হয়েছে এবং ২৯টি কোম্পানি সিডিএসভূক্ত হয়েছে। জুন ২০০৯ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ চালু বিও হিসাবের সংখ্যা ১৪,১৪,৭৮১টি এবং ১৭৯টি কোম্পানি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এর ফলে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন নিস্পত্তির সময় সীমা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জাল শেয়ারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। পুঁজিবাজারে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর ডিপজিটরি সিস্টেম এর সার্ভার এবং ষ্টোরেজ সিস্টেমস সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সমূহ উচ্চ ধারণ ক্ষমতায় রূপান্তরকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কমিশন ডিপজিটরিকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং ডিপজিটরি ইতিমধ্যে তা বাস্তবায়ন করেছে।

পুঁজিবাজারের সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনসম্পদের উন্নয়ন এবং তদারকি কার্যক্রম আরও উন্নততর করার লক্ষ্যে কমিশন বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে "Improvement of Capital Market Governance Project" নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ যাতে বস্তুনিষ্ঠভাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে এবং তা যেন যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হয় সে লক্ষ্যে Financial Reporting Council নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কমিশন কাজ করছে।

এছাড়া পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ দান এবং কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতিকল্পে "Bangladesh Institute of Capital Market" সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের পরিধি ও প্রেষণা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিশোধ অনলাইন এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদন এবং সিকিউরিটিজ লেনদেন দ্রুত নিস্পত্তির জন্য পুঁজিবাজারে একটি ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন কাজ করছে। সরকার কমিশনের অফিস ভবন নির্মানের জন্য আগারগাঁও এ ১ বিঘার একটি প্লট বরাদ্দ করছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্লটের রেজিষ্ট্রেশন ও মিউটেশন সম্পন্ন হয়েছে, বাউন্ডরী ওয়াল তৈরী করা হয়েছে এবং প্লটটিতে কমিশনের মালিকানা সম্বলিত একটি সাইনবোর্ডও টানানো হয়েছে। প্লটটিতে অফিস ভবন নির্মানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিগত বছরগুলির বাজার চিত্রে দেখা যায় যে, বর্তমানে ২০০৮-২০০৯ সালে বাজার মূলধন দেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ২০%(প্রত্যাশিত জিডিপি অনুযায়ী) যা ২০০৭-২০০৮ এ ছিল ১৭.০৬%, ২০০৬-২০০৭ এ ছিল ১০.০৭%, ২০০৫-

২০০৬ এ ছিল ৫.১৮%, ২০০৪-২০০৫ এ ছিল ৫.৯৯% এবং ২০০৩-২০০৪ এ ছিল ৪.১০%। লক্ষ্য করা যায় যে, এই হার ক্রমবর্ধমান যা পুঁজিবাজারের ক্রমবৃদ্ধির পরিচায়ক।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলত: ইক্যুইটি নির্ভর। কিন্তু বাজারের গভীরতার জন্য বন্ড মার্কেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বাজারে বন্ডের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এবং সরকারী বন্ডের পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ১ জানুয়ারী ২০০৫ হতে সরকারী বন্ডগুলিকে সেকেন্ডারী মার্কেটে বেচা-কেনার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাজারে ১টি কর্পোরেট বন্ড, ৮টি ডিবেঞ্চার এবং ১৩৫টি ট্রেজারী বন্ড আছে। ৩০ জুন ২০০৯ এ বাজারে সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার এর বাজার মূলধন ৯৮,২৪৯ কোটি টাকা, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ১,৫৮৯ কোটি টাকা এবং বন্ডের (ডিবেঞ্চার, টি-বন্ড, কর্পোরেট বন্ড) ৩১,৪৩৮ কোটি টাকা। পুঁজিবাজারে এখনও বন্ডের জনপ্রিয়তা তেমন গড়ে উঠে নাই। তবে একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট সৃষ্টির জন্য সরকার, এসইসি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ৩০ শে জুন ২০০৮ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন ছিল ৯৬,৪৮০ কোটি টাকা, যা ৩৬.০৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে ১,৩১,২৭৭ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৫৪,৩২৮.৫৫ কোটি টাকা, যা ৬৪.৫১% বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ - ২০০৯ অর্থবছরে ৮৯,৩৭৮.৯২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক ৩০ জুন ২০০৮ এর ২৫৮৮.০৩ থেকে ৩০ জুন ২০০৯ শেষে ২৫২০.১৫ এ দাঁড়ায়,যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.৬২ % কম।

একইভাবে গত ৩০ শে জুন ২০০৮ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন ছিল ৭৭,৭৭৪ কোটি টাকা, যা ২৩.৭৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে ৯৬,২৪৭ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৭৯২৫.৪১ কোটি টাকা, যা ৫৭.৯১% বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১২,৫১৪.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক ৩০ জুন ২০০৮ এর ৯০৫০.৫৬ থেকে ৩০ জুন ২০০৯ শেষে ১০,৪৭৭.৬৭ এ দাঁড়ায়,যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৭৭% বেশী।

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা করা কমিশনের একটি অন্যতম দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য আমাদের সবিশেষ উপদেশ তারা যেন গুজবভিত্তিক ও জনশ্রুতি তাড়িত বিনিয়োগ পরিহার করেন। বিনিয়োগকারীগণ তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় বিনিয়োগ করেন ঝুঁকি সমন্বিত (Risk Adjusted) সর্বোচ্চ রিটার্নের প্রত্যাশায়। রিটার্নের সম্ভাবনা বিশ্লেষনের সাথে যুগপৎ ঝুঁকির বিভিন্ন দিক যেমন ঝুঁকির মাত্রা, ধরন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রন ও ঝুঁকি হ্রাসের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে অভিনিবেশের সাথে পরীক্ষা/নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আরও পূর্বশর্ত হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। শেয়ার বাজারের সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হ'ল মূল্যের উঠা-নামা। এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়েই বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, বিনিয়োগের ক্ষমতা, কাংক্ষিত শর্তে বিনিয়োগের প্রাপ্যতা ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি মধ্যম (দীর্ঘ) বিনিয়োগ কৌশল প্রণয়ন একটি পন্থা হতে পারে।

একটি সুশৃংখল, স্বচ্ছ, কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য পুঁজিবাজার বজায় রাখার জন্য এসইসি নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আশা করা যায় পুঁজিবাজারে ভাল সিকিউরিটিজের সরবরাহ অব্যাহত থাকলে, বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে এবং বাজার সংশ্লিষ্ট সকলে পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পুঁজিবাজার উন্নয়নের এ পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

২. বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন :

পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নিরপেক্ষ, দক্ষ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত অপরিহার্য। এরূপ একটি নিরপেক্ষ, দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ;

- ❒ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- ❒ সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- ❒ এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন ।

কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে থাকে এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত যাঁরা আইন মোতাবেক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) :

ডিএসই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ডিএসই'র কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১২ জন সদস্য এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হন এবং অপর ১২ জন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন যারা এক্সচেঞ্জের সদস্য নহেন। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মোট সদস্য সংখ্যা ২৩৮, যাদের মধ্যে ২১৩টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বর্তমানে ডিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, সাভার, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুষ্টিয়া, বরিশাল, রাজশাহী ও বগুড়া।

৩০ শে জুন ২০০৯ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ৪৪৩টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ৪৫,৭৯৪ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ১,৩১,২৭৭ কোটি টাকা।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসাবে ১৯৯৫ সালে সিএসই প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ সিএসই'র কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১২ জন সদস্য এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হন এবং অপর ১২ জন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন যারা এক্সচেঞ্জের সদস্য নহেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মোট সদস্য সংখ্যা ১৩৫, যাদের মধ্যে ১২০টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বর্তমানে সিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, ফেনী, সিলেট, চৌমুহনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও রাজশাহী। এছাড়া সিএসই ইন্টারনেট ট্রেডিং সিস্টেম চালু করেছে যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ যে কোন স্থান থেকে উক্ত ইন্টারনেট ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে সিএসই তে সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করতে পারেন।

৩০ শে জুন ২০০৯ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ২৪৫টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ১৩,৭৪২ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ৯৬,২৪৭ কোটি টাকা।

ওভার-দি-কাউন্টার মার্কেট বা OTC মার্কেট :

স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে ক্রেতা এবং বিক্রেতার পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যতিরেকে OTC মার্কেটে শেয়ার কেনা-বেচা হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর OTC মার্কেটে এরূপ শেয়ার লেনেদেনের সুযোগ রয়েছে। Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001 এর অধীনে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে OTC মার্কেট প্রতিষ্ঠা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত ও কমিশনের সম্মতিপ্রাপ্ত অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার উক্ত মার্কেটে লেনদেন করা যায়। কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ও-টি-সি মার্কেট চালুর জন্য চিন্তা ভাবনা করছে।

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ক্যাটাগরাইজেশন :

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মুনাফা, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, এজিএম অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা এবং পুঁঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে বেশী হওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে "A", "B", "G", "N" এবং "Z" ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। এই ক্যাটাগরাইজেশন বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজ এর গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মধ্যে "A" ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। "B" ও "Z" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেয়েছে যা নিম্নের ছকে প্রতীয়মান হয়:

ক্যাটাগরি	ক্যাটাগরি নিরুপণের ক্রাইটেরিয়া	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০০৮-০৯)	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০০৭-০৮)
"A"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও ১০% বা ততোধিক হারে লভ্যাংশ ঘোষণা।	১৮৬	১৫৮
"B"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণা।	২৭	১৮

"G"	যে সকল কোম্পানি এখনও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেনি।	০	০
"N"	স্টক এক্সচেঞ্জে সদ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহ তালিকাভুক্তির পর হতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সময়কাল "এন" ক্যাটাগরিভুক্ত হয়।	১১	১১
"Z"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা বা কোন রূপ লভ্যাংশ প্রদান না করা, বা পুঁঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, বা ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্তগিত বা বন্ধ থাকা।	৮৩	৯৯

ডেরিভেটিভস :

পুঁজিবাজারে বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে উক্ত ইন্সট্রুমেন্ট চালুর কোন আইনগত কাঠামো নেই এবং এ বিষয়ে বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং বিনিয়োগকারীদের জ্ঞানও সীমিত। সিএসই বর্তমানে ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস এর উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করেছে। কমিশন এ সংক্রান্ত আইনগত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখছে যাতে ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্ট চালুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা যায়।

বুক বিল্ডিং পদ্ধতি :

আশি'র দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এই পদ্ধতি প্রথম চালু হয় এবং ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, পাকিস্তানসহ প্রায় সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে আইপিও এর মাধ্যমে ইস্যুকৃত সিকিউরিটির মূল্য নির্ধারনে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে ১১ মার্চ ২০০৯ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে শেয়ারের বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসাবে Book Building System প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলিকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিত করবে। তবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে কোম্পানিসমূহকে বাজার থেকে ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনের ১০% (অফারসহ) বা ৩০ কোটি টাকা - এই দুই এর মধ্যে যেটি বেশী সেই পরিমান অর্থ উত্তোলন করতে হবে, বিগত তিন বৎসর যাবৎ কোম্পানিকে বানিজ্যিক অপারেশনে থাকতে হবে এবং এর মধ্যে কমপক্ষে দুই অর্থ বছরে লাভজনক থাকতে হবে, দরখাস্ত করার সময় কোন সমন্বিত ক্ষতি থাকা যাবে না, কমিশনের তালিকাভূক্ত অডিটর দ্বারা অন্তত: শেষ অর্থ বছরে অডিটকৃত থাকতে হবে এবং নিয়মিত বার্ষিক সাধারন সভা করার রেকর্ড থাকতে হবে। কোন যোগ্য কোম্পানি চাইলে কমিশনের অনুমোদনক্রমে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে উপযুক্তমূল্যে সিকিউরিটিজ বিক্রি করে বাজার থেকে পুঁজি উত্তোলন করতে পারে। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের ইন্টারনেট সফটওয়ারে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় মডিউল তেরী ও সংযোজনের জন্য কাজ করছে।

বন্ড মার্কেট :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলতঃ ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ নির্ভর। বর্তমানে মাত্র ৮টি কোম্পানির ১৪ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে। সরকারি বন্ড পরিচিতি এবং বাজারের গভীরতা বাড়াতে বিগত ১ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখ থেকে স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি ট্রেজারী বন্ড লেনদেন শুরুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ১৩৫টি সরকারি ট্রেজারী বন্ড, ১টি কর্পোরেট বন্ড, ৮টি ডিবেঞ্চার রয়েছে যার বাজার মূলধন ৩১৪৩৮ কোটি টাকা। তবে এখনও বন্ড মার্কেটের জনপ্রিয়তা গড়ে উঠে নাই। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং এনবিআর বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করছে।

Investors Protection Fund :

বিনিয়োগকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য Dhaka/Chittagong Stock Exchange Investors Protection Fund Regulations, 1999 এর অধীন উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে Investors Protection Fund এর ব্যবস্থা রয়েছে। কোন স্টক ব্রোকার যদি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত কিংবা স্বেচ্ছাকৃত বা অন্য কোন কারণে উহা অবলুপ্তির (winding up) ফলে গ্রাহকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ উক্ত তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন :

এসইসি বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এর উন্নয়নকল্পে comply or explain ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত কোম্পানির জন্যে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইড লাইন জারী করেছে। এই গাইড লাইনে কোম্পানি বোর্ড এ সদস্য সংখ্যা ৫-২০ নির্ধারণ, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে । গাইড লাইন অনুসারে চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আলাদা ব্যক্তি হবেন। উক্ত গাইড লাইন অনুযায়ী উলিখিত বিষয়াবলীর পরিপালন সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত থাকার বিধান রয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে কমিশনে উপস্থাপিত তালিকাভূক্ত কোম্পানি সমূহের আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে কোম্পানি সমূহ কর্তৃক উক্ত গাইড লাইন পরিপালনে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। কমিশন উক্ত গাইডলাইনস্ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে।

অনিবাসী/বিদেশী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ :

Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act, 1980 অনুযায়ী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের মত অনিবাসী/বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সব ধরনের সুবিধা ভোগ করতে পারে। তবে তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর Foreign Exchange Regulations মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে অনিবাসী/বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৩৮২.৪৭ কোটি টাকা, যা ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ছিল ১,১২৬.৯২ কোটি টাকা। অনিবাসী/বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগের বিবরণ "পরিশিষ্ট -১০ ও ১১" তে প্রদান করা হল।

ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম :

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিশেষ করে বিনিয়োগ বিষয়ে তথ্য প্রবাহ, মূল্য সংযোজিত তথ্য সেবা এবং সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংঘটিত হলে পুঁজিবাজারের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী নানাভাবে উপকৃত হবে। এ লক্ষ্যে এসইসি ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালু করার প্রয়োজনে "Securities Activities Over Internet" শীর্ষক একটি বিধিমালা/গাইডলাইন তৈরীর জন্য কাজ করছে।

এসইসি পরিদর্শন ও সেমিনার :

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত গত ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে এসইসি পরিদর্শন করেন। তাঁর সম্মানে এসইসি সামগ্রিক পুঁজিবাজারের উপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করে এবং এর বিপুল সম্ভাবনা ও সমস্যার দিকগুলি তুলে ধরে। ডিএসই ও সিএসই প্রেসিডেন্টগণও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা ও সমস্যার দিকগুলি মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও বেশ কিছুসংখ্যক বিনিয়োগকারীও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীমহোদয় অত্যন্ত ধৈর্য ও আগ্রহের সাথে সকলের বক্তব্য শুনেন এবং পুঁজিবাজারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থানের অন্যতম ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেন। এ বিষয়ে তিনি সরকারের সব ধরনের সহযোগীতার আশ্বাস দেন।

ছবিতে অন্যান্যের মধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এম এ মুহিত এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী কে দেখা যাচ্ছে।

১৩ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজম্যান্ট একডেমীর (ফিমা) ২৩ সদস্যের (ফিমাতে প্রশিক্ষণরত ২৭তম বিসিএস এর অডিট এন্ড একাউন্টস ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থী) একটি প্রতিনিধিদল এসইসি পরিদর্শন করে। এ ছাড়া ৭ মে ২০০৯ তারিখে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC) এর ৪৯ জন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল এসইসি পরিদর্শন করেন। এসইসি পুঁজিবাজারের বর্তমান সমস্যা এবং ভবিষৎ এ করণীয় বিষয়সমূহের উপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে চট্রগ্রামে প্রস্তাবিত বুক বিল্ডিং এর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে এসইসি এর চেয়ারম্যান ও সিএসই এর প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে মোহাম্মাদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার, নির্বাহী পরিচালক, এসইসি বুক বিল্ডিং পদ্ধতির উপর উপস্থাপনা পেশ করেন। দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানি, মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং অনেক বিনিয়োগকারী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য নির্ধারনে বুকবিল্ডিং পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয় যা মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির জন্য পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ।

ছবিতে অন্যান্যের মধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব জিয়াউল হক খোন্দকার এবং এনডিসি এর সিনিয়র ডাইরেক্টিং স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইলিয়াস ইফতিখার রসুল, এনডিসি, পিএসসিকে দেখা যাচ্ছে।

পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও ভবিষৎ :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি বর্ধনশীল পুঁজিবাজার। ১৯৫৬ সাল থেকে পুঁজিবাজারের শুরু হলেও এর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ২০০০ সালে যেখানে বাজার মূলধন ছিল দেশের জিডিপি'র ২.২৪% সেখানে বর্তমানে সেটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০%। দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যেখানে দৈনিক লেনদেন হতো ১০/১৫ কোটি টাকা সেখানে তা ১১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। লেনদেনের নেটওয়ার্কের পরিধি ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে দেশের ৬টি বিভাগেই বিস্তৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জেলা শহরে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে শুধু লেনদেনের নেটওয়ার্কের পরিধি বিস্তৃত হলেই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এ বিষয়ে বিশেষ করে বিনিয়োগকারীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের মৌলভিত্তিক বিনিয়োগ প্রবনতা গড়ে উঠা যা তাদেরকে অযাচিত ক্ষতির হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা করবে ।

এসইসি, ডিএসই, সিএসই ও মার্চেন্ট ব্যাংকারগণ নিয়মিত বিনিয়োগকারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারনা দেয়ার লক্ষ্যে বুকলেটও বের করেছে। আরও ব্যাপক পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর জন্য Bangladesh Institute of Capital Market নামে একটি প্রতিষ্ঠান সদ্য অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে।

পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য বন্ড মার্কেট এর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট শুরুর লক্ষ্যে কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী পাঁচ বছরে এই ক্ষেত্রগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটবে।

বর্তমানে একটি অটোমেটেড কিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চলছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে লেনদেনের চুড়ান্ত নিস্পত্তির সময় আরও কমে আসবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাজারের অর্থনেতিক কার্যক্রমকে তা আরও গতিশীল করবে।

বিগত কয়েক বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর বাজার মূলধন এবং জিডিপি'র অনুপাতে বাজার মূলধন এর হার নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হ'ল-

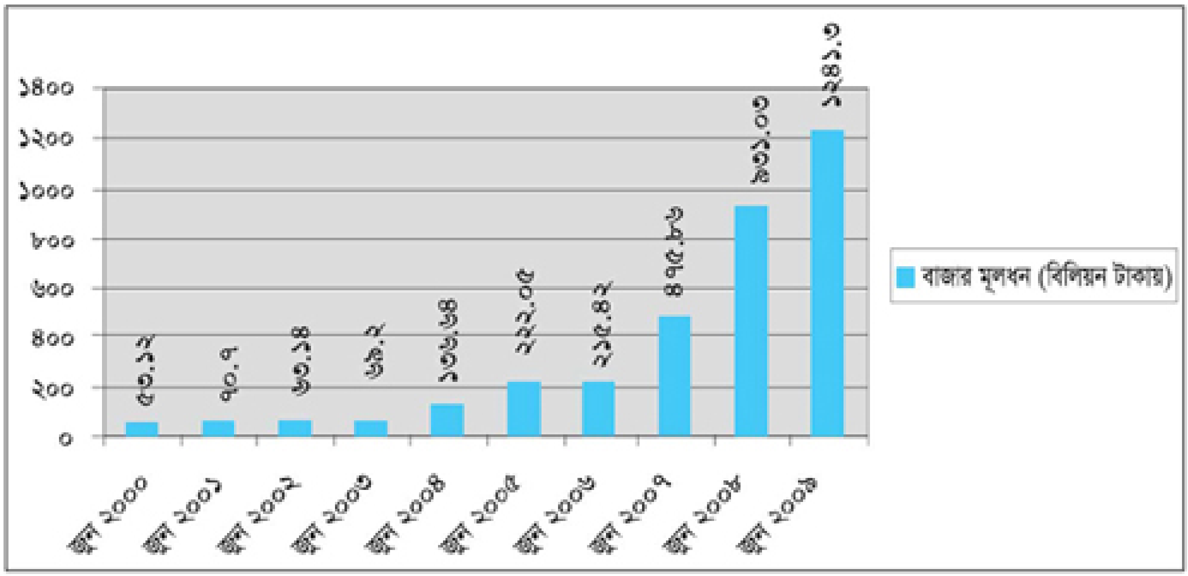

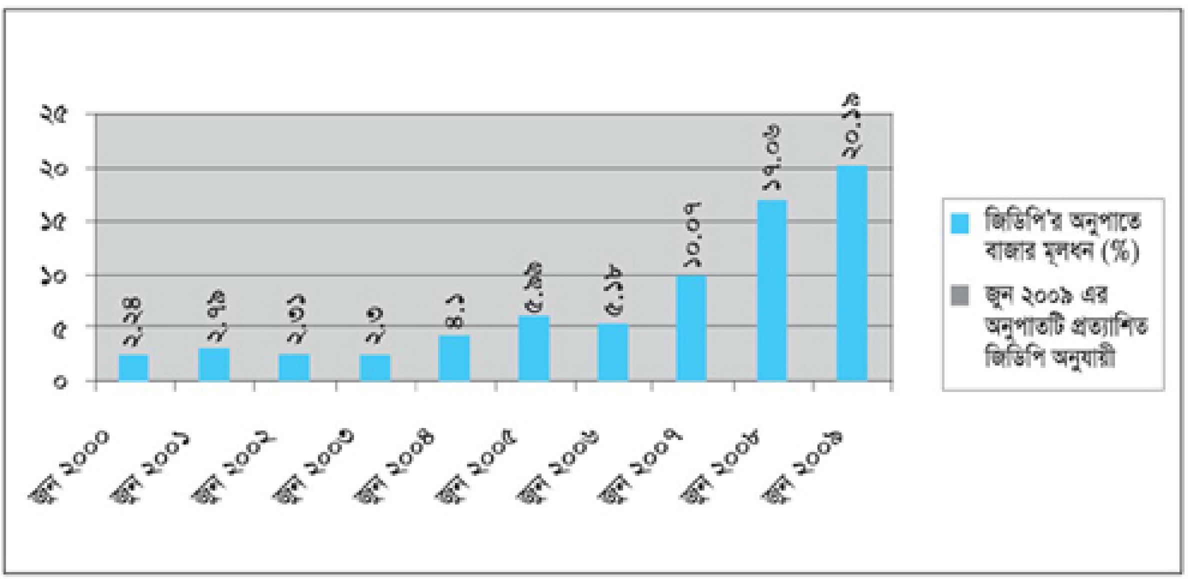

৩. সিএমআরআরসি

কমিশনের সিএমআরআরসি বিভাগ পুঁজিবাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত রুলস/রেগুলেশন প্রণয়ন ও জারী করে থাকে, প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত রুলস/রেগুলেশন এর সংশোধন সহ পুঁজিবাজার সংস্কার সংক্রান্ত কর্মকান্ড এই বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

২০০৮- ২০০৯ অর্থ বছরে পুঁজিবাজারে নিম্মোক্ত আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনা জারী হয়েছে:

ক্রমিক নং	সূত্র নং ও তারিখ	বিষয়	শ্রেণীবিভাগ
১	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৪৯/২৫ তারিখ: ৬ জুলাই ২০০৮	স্টক এক্সচেঞ্জ (মেম্বার'স মার্জিন) রেগুলেশনস, ২০০০ এর সংশোধনী।	আদেশ
২	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৭/০১-৩৩ তারিখ: ২৪ জুলাই ২০০৮	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন
৩	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন/০১-৩৪ তারিখ: ২৪ জুলাই ২০০৮	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ এর সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন
৪	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০২-৯০/৩৪ তারিখ: ২৯ জুলাই ২০০৮	স্টক ব্রোকার এর শাখা অফিস খোলা সংক্রান্ত কমিশনের অনুমোদন নেয়া এবং কতিপয় শর্ত পরিপালন সংক্রান্ত।	নির্দেশনা
৫	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০০২/৭৪ তারিখ: ১১ আগষ্ট ২০০৮	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন
৬	এসইসি/সিএমএমআরসিডি/২০০১-০৭/৯৬ তারিখে: ০১ ডিসেম্বর ২০০৮	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর সেকশন ২০ এ অধীন নির্দেশনা।	নির্দেশনা
৭	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৫০/প্রশাসন/০১-৩৬ তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০০৯	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল সংক্রান্ত।	প্রজ্ঞাপন
৮	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০০২/প্রশাসন/০১-৩৭ তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন
৯	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-৬৩/প্রশাসন/০১-৩৮ তারিখ: ১১ মার্চ ২০০৯	(ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর ডিপজিটরি সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন

১০	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৬/প্রশাসন/০৩-২৯ তারিখ: ১১ মার্চ ২০০৯	Book-building System প্রবর্তন করে (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশোধন।	প্রজ্ঞাপন
১১	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৯/প্রশাসন/০১-৩৯ তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০০৯	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন
১২	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/৯৫-১১৪/১২২ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০০৯	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে এফডিআই সার্ভে, এক্সটারনাল ডেট ম্যানেজমেন্ট এবং বিনিয়োগ পরিসংখ্যান সংকলণ।	বিজ্ঞপ্তি
১৩	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৭/১২৮ তারিখ: ২৭ মে ২০০৯	স্টক ব্রোকার কর্তৃক শাখা অফিস খোলা সংক্রান্ত কমিশনের নির্দেশনা নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০২-৯০/৩৪ তারিখ: ২৯ জুলাই ২০০৮ এর সংশোধনী।	নির্দেশনা
১৪	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৭/১২৯ তারিখ: ২৮ মে ২০০৯	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ন্যুনতম অভিহিত মূল্য নির্ধারন সম্পর্কে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর লিস্টিং রেগুলেশন সংশোধনী।	আদেশ
১৫	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৭/১৩০ তারিখ: ২৮ মে ২০০৯	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ন্যুনতম অভিহিত মূল্য নির্ধারন সম্পর্কে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর লিস্টিং রেগুলেশন সংশোধনী।	পত্র
১৬	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/প্রশাসন/০৩-৩০ তারিখ: ০১ জুন ২০০৯	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর সেকশন ২CC এর অধীন নির্দেশনা।	প্রজ্ঞাপন
১৭	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/প্রশাসন/০৩-৩১ তারিখ: ০১ জুন ২০০৯	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর সেকশন ২CC এর অধীন নির্দেশনা।	প্রজ্ঞাপন
১৮	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৬১/১৩২ তারিখ: ৪ জুন ২০০৯	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডাইরেক্ট লিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০০৬ এর সংশোধনী।	আদেশ
১৯	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৬১/১৩৩ তারিখ: ৪ জুন ২০০৯	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডাইরেক্ট লিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০০৬ এর সংশোধনী।	আদেশ
২০	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০৭/১৩৯ তারিখ: ২৪ জুন ২০০৯	রেকর্ড ডেট, বুক ক্লোজার, কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ সম্পর্কিত।	নির্দেশনা

পাদটিকা: আগামী অর্থ বছর হতে সিএমআরআরসি বিভাগ হতে জারীতব্য সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনার অনুলিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে।

৪. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি

২০০৮ -২০০৯ অর্থ বছরে ৩টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ ১৪টি কোম্পানি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে। উক্ত কোম্পানিসমূহ এর তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলোঃ

ইস্যুয়ারের নাম	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির তারিখ		পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকা)
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড	২৩.৭.২০০৮	২৪.৭.২০০৮	১০০.০০
এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কীম টু	৩১.৮.২০০৮	২.৯.২০০৮	১২৫.০০
ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিঃ	১৮.৯.২০০৮	২২.৯.২০০৮	২৩০.০০
এসিআই ফরমুলেশনস লিঃ (ডাইরেক্ট লিষ্টিং)	৩০.১০.২০০৮	১৮.১১.২০০৮	২৫.০০
শাইনপুকুর সিরামিকস লিঃ (ডাইরেক্ট লিষ্টিং)	৩০.১০.২০০৮	১৮.১১.২০০৮	৭০.০২
সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিঃ	১৩.১০.২০০৮	১৬.১০.২০০৮	৫০.০০
তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিঃ	৩০.১০.২০০৮	০৩.১১.২০০৮	১৫.০০
নর্দান জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	২৩.১১.২০০৮	২৫.১১.২০০৮	১৫.০০
স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিঃ	২৩.১১.২০০৮	২৫.১১.২০০৮	১৫.০০
ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	২৩.১২.২০০৮	০১.০১.২০০৯	৫২.০০
ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস লিঃ	২৩.১২.২০০৮	০১.০১.২০০৯	৩৮.০০
রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স লিঃ	১৪.০১.২০০৯	১৮.০১.২০০৯	১৫.০০
বিএসআরএম স্টিল মিলস লিঃ	১৪.০১.২০০৯	১৮.০১.২০০৯	১৪৫.০০
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১৫.০৩.২০০৯	১৭.০৩.২০০৯	২০.০০
বে লিজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	০৮.০৪.২০০৯	১২.০৪.২০০৯	২০.৪০
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিঃ	২৩.৬.২০০৯	২৩.৬.২০০৯	১৫.০০
মোট			**৯৫০.৪২**

বিগত পাঁচ বছরে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ইস্যুয়ার কোম্পানির সংখ্যা	
	ডিএসই	সিএসই
২০০৮-০৯	১৪	১৪
২০০৭-০৮	১৪	১২
২০০৬-০৭	৯	৪
২০০৫-০৬	১৯	৭
২০০৪-০৫	৫	৪

তালিকাভুক্তির চিত্র:

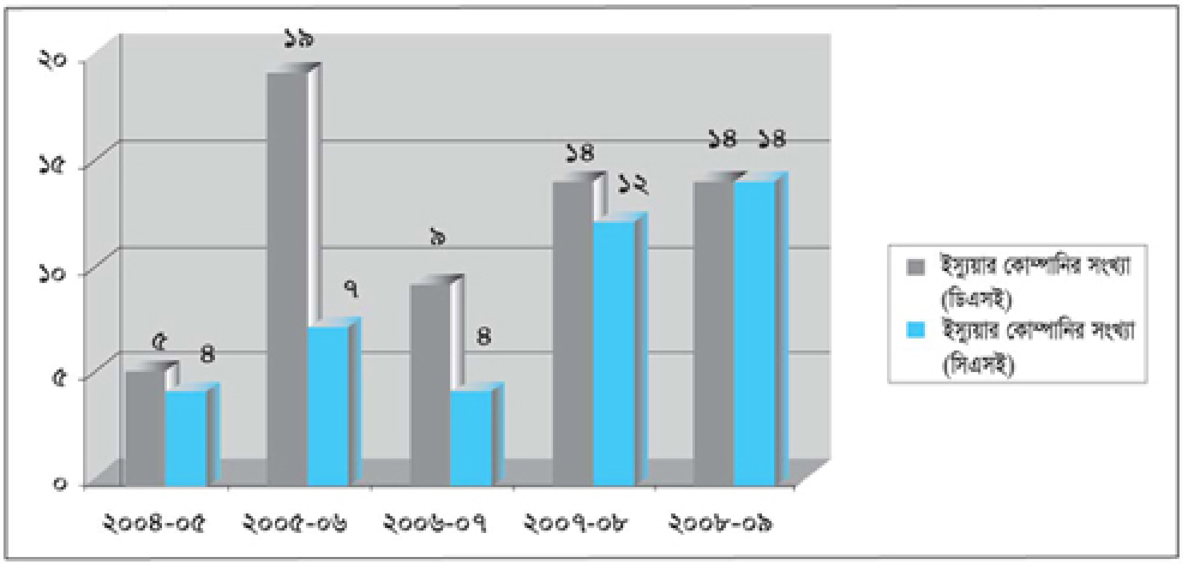

৫. ক্যাপিটাল ইস্যু

কমিশনের ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ পাবলিক ইস্যু এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে ইক্যুইটি এবং ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন সহ সকল ধরণের সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন এক কোটি টাকা এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন দশ কোটি টাকার উর্দ্ধে হলে যে কোন পরিমাণ শেয়ার ও ডেট সিকিউরিটিজ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে ইস্যুর জন্য কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে রাইটস শেয়ার ইস্যু, স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ সমূহের ডাইরেক্ট লিষ্টিং এবং সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কাজও এ বিভাগ করে থাকে। নিম্নবর্ণিত বিধিমালার অধীনে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কমিশন মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করে থাকে:

Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001

Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006

Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪

প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (আইপিও) :

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কমিশন পুঁজিবাজারে ৭টি কোম্পানিকে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে ৬৬.৭০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলনের জন্য প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত ৭টি কোম্পানির ৮২.০০ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২৩৮৯.২৯ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ২৯.১৪ গুণ। আলোচ্য সময়ে যে সকল কোম্পানি প্রাথমিক গণ প্রস্তাবে (IPO) গিয়েছে তার বিবরণ "পরিশিষ্ট -১" এ প্রদান করা হলো।

বিগত বছরসমূহে পুঁজি বাজারে আইপিওতে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থ বছর	কোম্পানির সংখ্যা	আইপিওর পরিমাণ (কোটি টাকা)	চাঁদা জমার পরিমাণ (কোটি টাকা)	অতিরিক্ত চাঁদা জমার পরিমাণ (গুণ)
২০০৪-০৫	১৪	১১৫.৯১	১২৭০.৯৭	১০.৯৬
২০০৫-০৬	৮	৯৯.০৫	১৩৯৪.৩১	১৪.০৮
২০০৬-০৭	১০	৩২১.৭৫ (প্রিমিয়ামসহ)	২২১৪.৮০ (প্রিমিয়ামসহ)	৮.৮৮
২০০৭-০৮	৯	১৯৩.৫৬ (প্রিমিয়ামসহ)	২৪৬৭.৯৬ (প্রিমিয়ামসহ)	১২.৭৫
২০০৮-০৯	৭	৮২.০০ (প্রিমিয়ামসহ)	২৩৮৯.২৯ (প্রিমিয়ামসহ)	২৯.১৪

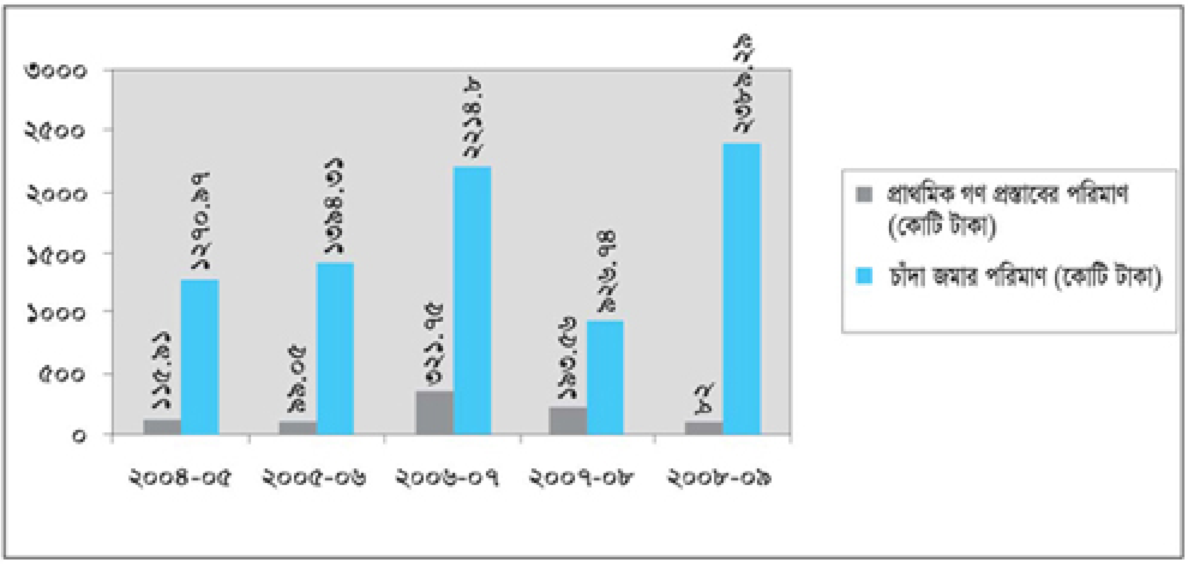

মূলধন উত্তোলন :

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি :

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য কমিশন ২০০৮-০৯ অর্থবছরে Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, ২০০১ এর অধীনে ৫৪টি পাবলিক লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও জিরো কুপন বন্ড এর মাধ্যমে ৫৮৩৮.৯৬ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৪৩	৩০৪৩.০০
বোনাস শেয়ার	৬	১৪৩০.৯৯
ডিবেঞ্চার	১	৩.০০
প্রেফারেন্স শেয়ার	১	৪৩০.৫৬
জিরো কুপন বন্ড	২	৫০৬.৪০
আনসিকিউরড বন্ড	১	৪২৫.০০
মোট		**৫৮৩৮.৯৬**

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি :

২০০৮-০৯ অর্থবছরে কমিশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, ২০০১ এর অধীনে ৩৫টি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ভোটিং ও নন-ভোটিং কমন শেয়ার, রিডিমএ্যাবল প্রেফারেন্স শেয়ার ও কনভার্টিবেল শেয়ার এর মাধ্যমে ৮২৬.৬৩ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	২৫	৫৩৫.১৬
বোনাস শেয়ার	৪	৪৭.৪২
ভোটিং কমন শেয়ার	১	৫৫.৭০
নন-ভোটিং কমন শেয়ার	১	৮১.০০
রিডিমএ্যাবল প্রেফারেন্স শেয়ার	১	৫৫.০০
কনভার্টিবেল শেয়ার	১	২৪.৩০
ডিবেঞ্চার	১	৩.০০
প্রেফারেন্স শেয়ার	১	২৫.০০
মোট		**৮২৬.৬৩**

রাইটস ইস্যু :

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কমিশন Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, ২০০৬ এর অধীনে ৬টি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ২৯২.০৯ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তালিকাভুক্ত ৩টি কোম্পানিকে ২৯৭.১১কোটি টাকার রাইট ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল।

ডাইরেক্ট লিস্টিং :

আলোচ্য সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের DSE/CSE (Direct Listing) Regulations, ২০০৬ এর আওতায় নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানি সমূহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন শুরু করেছে।

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য	ডকুমেন্ট সাবমিশনের তারিখ	লেনদেন শুরুর তারিখ	অফলোডেড শেয়ার সংখ্যা	অফলোডেড শেয়ার এর মোট অভিহিত মূল্য (কোটি টাকা)
১.	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ	১০০	২১.৫.০৮	০২.৭.০৮	২১,৪,১১,৭২৮	২১৪.১২
২.	এসিআই ফরমুলেশন	১০	৬.১০.০৮	১৮.১১.০৮	৮৯,৮৭,৫০০	৮.৯৯
৩.	শাইনপুকুর সিরমিকস লিঃ	১০	৫.১০.০৮	১৮.১১.০৮	৩৫,১১,৮০০	৩৫.০১
	মোট					**২৫৮.১২**

৬. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) পরবর্তী কার্যক্রম সিকিউরিটিজ আইনের আলোকে তদারকি করে থাকে। উক্ত তদারকির আওতায় কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report), নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত/অ-নিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষা/পর্যালোচনাসহ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (Corporate Governance) পরিপালন, সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে উত্তোলিত মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ তথা পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

সিকিউরিটিজ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান এবং Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক গৃহীত International Accounting Standard (IAS) অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুত এবং উহার যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়াও, Bangladesh Standards on Auditing (BSA) অনুযায়ী নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও কমিশন সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছে।

আর্থিক বিবরণীর উপর তদারকি জোরদার করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার ফলে কোম্পানি সমূহের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, নিরীক্ষকগণ বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর উপর তাদের বিরূপ মন্তব্যও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের কোন সংরক্ষিত মন্তব্য, বিশেষণ যুক্ত মন্তব্য অথবা প্রতিকূল মন্তব্য থাকলে বা কমিশনের কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে সে বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। কমিশন কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর সেকশন ১৮৪(৩) এর চাহিদা মোতাবেক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের সংরক্ষিত মন্তব্য, বিশেষণ যুক্ত মন্তব্য অথবা প্রতিকূল মন্তব্যের বিষয়ে কোম্পানির পরিচালকের প্রদত্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করছে। এ ছাড়াও, ক্ষেত্র বিশেষে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মন্তব্যে Bangladesh Standards on Auditing মোতাবেক কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ের উপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মতামত/মন্তব্য সংগ্রহ করেও পর্যালোচনা করা হচেছ। কোম্পানির ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীকের মন্তব্য/মতামত কমিশনের নিকট সন্তোষজনক হিসাবে পরিগনিত না হলে কমিশন সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কারণে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ পূর্বের তুলনায় আরো দায়িত্বের সাথে কার্য সম্পাদন করছেন।

যথাসময়ে কোম্পানিসমূহ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হলে কমিশন উহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ফলে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ৮৮% এবং অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন শতভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিল হয়েছে। কমিশন নিয়মিতভাবে কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়টি তদারকি করছে। ফলে তালিকাভূক্ত কোম্পানি সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালনের হার বিগত অর্থ বছরের ৫০% এর তুলনায় আলোচ্য অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫% এ উন্নীত হয়েছে।

৭. নিবন্ধন

পুঁজিবাজারের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল বাজার মধ্যস্থতাকারীদের এসইসিতে নিবন্ধন এর বিধান রয়েছে। এসইসি কর্তৃক পুঁজিবাজার কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে এ নিবন্ধন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কমিশন ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫৪টি স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার, ১২৮৩টি অনুমোদিত প্রতিনিধি, ২০টি ডিপজটরী অংশগ্রহণকারী, ৪টি সম্পদ ব্যবস্থাপক, ৬টি ট্রাষ্টি সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর ট্রাষ্টি, ৫টি মার্চেন্ট ব্যাংক, ২টি সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে ।

স্টক ব্রোকার/ডিলারের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

কমিশন ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ও তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী ৫৪টি স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে এবং ৩৩২টি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে যার তালিকা "পরিশিষ্ট-১২ ও ১৩" তে প্রদান করা হল।

কর্পোরেট বডিতে রূপান্তর :

আলোচ্য সময়ে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে কর্পোরেট বডিতে রূপান্তরিত হওয়া ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ২টি সদস্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন স্টক ব্রোকার নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে যার তালিকা "পরিশিষ্ট-১৪" তে প্রদান করা হল।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর বর্তমান স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকারদেরকে তাদের বর্তমান নিবন্ধন সনদের অতিরিক্ত একটি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ প্রদানঃ

উল্লেখিত সময়ে কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ৩০টি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ৫টি, সর্বমোট ৩৫টি স্টক ডিলার/ব্রোকারের অনুকুলে তাদের বর্তমান নিবন্ধন সনদের অতিরিক্ত ১টি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে ।

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলারদের নাম পরিবর্তন :

কমিশন এম, শামসুল আলম এন্ড কোম্পানি লি: (ডিএসই সদস্য # ৪) এর নাম পরিবর্তন অনুমোদন করে পরিবর্তিত ফিনিক্স সিকিউরিটিজ লিঃ নামে স্টক ব্রোকার নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে ।

স্টক ব্রোকারদের শাখা খোলার অনুমোদন :

আলোচ্য সময়ে কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ষ্টক ব্রোকারদের ১৪১টি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ২৫টি ষ্টক ব্রোকারের নতুন শাখা খোলার অনুমোদন প্রদান করেছে। এছাড়া ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ৬৬টি সদস্য প্রতিষ্ঠানের ৯৯টি স্টক ব্রোকারের ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ১৪টি সদস্য প্রতিষ্ঠানের ৩১টি স্টক ব্রোকারের বিদ্যমান শাখার অনুমোদন দেয়া হয়।

অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

কমিশন উক্ত সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের স্টক ব্রোকার/ডিলার প্রতিষ্ঠান এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে ১২৮৩টি অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে এবং ৮২৭ জন অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন :

উল্লিখিত সময়ে কমিশন, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে ২০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে এবং ২২০টি ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড :

মিউচ্যুয়াল ফান্ড মূলতঃ একটি ট্রাষ্ট ফান্ড। ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করে এ ফান্ড বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপক, ট্রাষ্টি এবং হেফাজতকারী কর্তৃক এই ফান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি হ্রাস করে রিটার্ন প্রদানই এ ফান্ডের মূল উদ্দেশ্য। মিউচ্যুয়াল ফান্ড মূলতঃ ২ প্রকার, যথা- ওপেন এন্ড (Open-end) মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং কোজড এন্ড (Closed-end) মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টরে ২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ সর্বমোট ১৪টি (কোজড-এন্ড) মিউচ্যুয়াল ফান্ড তালিকাভুক্ত আছে এবং বাজারে মোট তিনটি 'ওপেন-এন্ড' মিউচ্যুয়াল ফান্ড চালু আছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্ষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০.০০ কোটি টাকার এবং ইবিএল ফার্ষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ১০০.০০ কোটি টাকার ইউনিট গণ প্রস্তাবের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রসপেক্টাস ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করেছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপক :

আলোচ্য সময়ে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর আওতায় রেস ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস), প্রাইম ফাইন্যান্স এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ও ভিআইপিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর অনুকুলে সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

কমিশন সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসাবে এপর্যন্ত আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ, এ্যাসেট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস অব বাংলাদেশ লিঃ, ভেঞ্চার ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার্স বাংলাদেশ লিমিটেড, এল আর গোবাল বাংলাদেশ এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, রেস ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস), প্রাইম ফাইন্যান্স এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ও ভিআইপিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর ট্রাস্টি :

আলোচ্য সময়ে কমিশন নিম্নোক্ত কোম্পানি সমূহকে প্রস্তাবিত জিরো কুপন বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে:

ট্রাস্টি	বন্ড
আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড	মালঞ্চ হোল্ডিংস লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুতব্য জিরো কুপন বন্ড
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিজিআইসি)	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুতব্য জিরো কুপন বন্ড
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	ইউনাইটেড লীজিং লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত নন-কনভার্টিবল জিরো কুপন বন্ড
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত টায়ার টু ক্যাপিটাল এর সাব অর্ডিনেট কনভার্টেবল বন্ড
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	ব্রাক মাইক্রো ক্রেডিট সিকিউরিটাইজেশন ট্রাষ্ট-২০০৮
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্যাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড	এসিআই ২০% কনভার্টেবল জিরো কুপন বন্ড

উল্লেখ্য, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীনে কমিশন এযাবৎ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (বিজিআইসি), ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, গ্রামীণ ফান্ডের ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্যাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

মার্চেন্ট ব্যাংক :

পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের সরবরাহ বাড়ানোর ব্যাপারে মার্চেন্ট ব্যাংকারগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মার্চেন্ট ব্যাংকারগণ ইস্যুয়ার কোম্পানির ইস্যু ব্যবস্থাপক, অবলেখক ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক হিসেবে মধ্যস্থাকারীর কাজ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীনে কমিশন এযাবৎ ৩১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে। এর মধ্যে ২৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু ব্যবস্থাপক, অবলেখক ও পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকের কর্মকান্ড পরিচালনা করার, ২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু ব্যবস্থাপকের কর্মকান্ড পরিচালনা করার এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শুধুমাত্র পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়।

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর আওতায় নিম্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে। এছাড়া আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এর নাম পরিবর্তন করে এবি ব্যাংক লিমিটেড নামে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে ।

নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহের তালিকা :

ক্রমিক নং	মার্চেন্ট ব্যাংক এর নাম ও ঠিকানা	ক্যাটাগরি	নিবন্ধন সনদ নং ও তারিখ
১	জনতা ব্যাংক লিমিটেড হেড অফিস, জনতা ভবন, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকার	এমবি-৩৩/২০০৯ তারিখ: ১৭.০২.২০০৯
২	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড হেড অফিস, ৯/ডি দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকার	এমবি-৩৪/২০০৯ তারিখ: ২৩.০৩.২০০৯
৩	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড হেড অফিস, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকার	এমবি-৩৫/২০০৯ তারিখ: ২৩.০৩.২০০৯
৪	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, মেট্রোপলিটন চেম্বার বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ১২২-১২৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকার	এমবি-৩৭/২০০৯ তারিখ: ০৬.০৪.২০০৯
৫	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	পূর্নাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকার	এমবি-৩৬/২০০৯ তারিখ: ০৬.০৪.২০০৯

এছাড়া একই সময়ে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর আওতায় আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডকে ৬টি, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড মার্চেন্ট ব্যাংকারকে ২টি, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড মার্চেন্ট ব্যাংকারকে ৩টি, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড মার্চেন্ট ব্যাংকারকে ৩টি নতুন শাখা খোলার অনুমোদন প্রদান করেছে।

তাছাড়া আলোচ্য সময়ে কমিশন ফাইডালিটি এসেটস এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ কে চট্টগ্রাম ও সিলেটে এবং ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ কে তাদের কাওরান বাজার ও গুলশান শাখায় মার্চেন্ট ব্যাংকিং চালু করার জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে।

ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি :

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট রেটিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগকারীগণ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং বিবেচনা করে কোন কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতাসহ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কমিশন এ পর্যন্ত Credit Rating Companies Rules, ১৯৯৬ এর অধীনে Credit Rating Information and Services Ltd. (CRISL) এবং Credit Rating Agency of Bangladesh Ltd. (CRAB) নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে। এ দুটি রেটিং কোম্পানি যাতে আরও স্বাছতা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সে জন্য কমিশন International Organization of Securities Commission (IOSCO) কর্তৃক প্রণীত রেটিং কোম্পানি সমূহের জন্য অনুসরণীয় Code of Conduct পরিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে ।

সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু :

সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান অর্থ সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা (যেমন: গ্রাহকের সিকিউরিটি নিরাপদ হেফাজতে রাখা, গ্রাহকের সিকিউরিটি ও তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির বিপরীতে আয়, লাভ, অর্জন হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ, হিসাবভুক্ত ও অবহিতকরণ ইত্যাদি) প্রদানের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করতে হলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর অধীনে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়।

আলোচ্য সময়ে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর অধীনে সিটি ব্যাংক এন, এ, বাংলাদেশ এবং দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকূলে সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে এবং দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড এর অনুকূলে প্রদত্ত সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে। একই সময়ে কমিশন আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এর নাম পরিবর্তন করে এবি ব্যাংক লিমিটেড নামে সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু করে।

কমিশন ইতোপূর্বে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এবং আইডিএলসি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের অনুকূলে সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

৮. মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসেট ব্যাকড সিকিউরিটিজের নিবন্ধন প্রদান, পর্যবেক্ষণ, তদারকী এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কমিশনের আদেশ নং- এসইসি/প্রশাসন/৪১ঃ০০(অংশ-৫)/১৯৫৫-৮৬৬ তারিখ মার্চ ১৬, ২০০৯ এর বলে মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নতুন প্রতিষ্ঠিত এ বিভাগ ২০০৮-২০০৯ সময়কালে আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১ এর ট্রাস্ট ডীড অনুমোদন, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর নিবন্ধন মঞ্জুর ও এসক্রো একাউন্ট খোলার অনুমোদন, ইবিএল প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিবন্ধন, প্রসপেক্টাস ও এর Abridged Version, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন, আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডঃ ওয়ান এর ট্রাস্ট ডীড ও ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্টের অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে ।

এ সময়কালে এ বিভাগ আইসিবিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড এর প্রস্তাবিত জিরো কুপন বন্ড ইস্যুতে ট্রাস্টি টু দা বন্ড হিসেবে কাজ করার অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের ঋণ সমন্বয়ের সময়সীমা ৩০.০৬.২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত কার্যাবলী, গ্রামীণ মিউচ্যুয়াল ফান্ডঃ ওয়ান এর ট্রাস্টি কমিটির একজন সদস্য পরিবর্তনের অনুমোদন এবং আইসিবির ট্রাস্টি কমিটি পূণর্গঠনের অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে ।

এছাড়া এ বিভাগ আলোচ্য সময়ে সকল সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানির নিকট হতে তাদের পরিচালনাধীন সকল মিউচ্যুয়াল ফান্ড/স্কীমের সম্পদ বিনিয়োগের তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে ।

৯. সার্ভেইল্যান্স

সিকিউরিটিজ লেনদেনের সার্ভেইল্যান্স :

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশনের সমন্বিত সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি রয়েছে। মার্কেট ম্যানুপুলেশন সনাক্তকরণ, প্রতারণামূলক ভাবে মূল্য বাড়ানো-কমানো এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ রোধের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক হলো স্টক এক্সচেঞ্জ। সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির কার্যকারীতা নিশ্চিত করার জন্য এসইসি স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষণিক সর্তক দৃষ্টি রাখে। এসইসি অন-লাইন এবং অফ-লাইন পদ্ধতিতে বাজার সার্ভেইল্যান্স পর্যবেক্ষণ করে।

পরিদর্শন ও তদন্ত :

শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কোন আইন লংঘন হয়েছে কিনা এবং লেনদেনে কোনরূপ অনিয়ম হয়েছে কিনা বা কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য বর্তমানে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ On-Line এবং Off-Line বাজার সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি অনুসরণ করছে। On-Line সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ কম্পিউটারের অনলেনদেনী ও সার্ভেইল্যান্স সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে দৈনন্দিন লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেন এবং লেনদেন পরবর্তী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন যাতে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ ও কোনরূপ অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে Off-Line সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে কমিশনের নিজস্ব সফ্টঅয়্যার (SECAS) ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেন পরবর্তী দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের পর যদি বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় তাহলে পরিদর্শন ও তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। পেশকৃত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে যদি সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

শেয়ারের লেনদেন ইস্যুতে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত বর্তমান অর্থ-বছরসহ বিগত কয়েক অর্থ-বছরের তুলনামূলক সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হল:

অর্থ-বছর	উদ্‌ঘাটিত সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা	স্টক-একচেঞ্জে প্রেরণ		পরিদর্শন	তদন্ত	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিবন্ধন বিভাগে প্রেরণ	এসআরএম আইডি বিভাগে প্রেরণ	সিডিএস বিভাগে প্রেরণ
		ডিএসই তেপ্রেরণ	সিএসই তে প্রেরণ						
২০০৮-২০০৯	৪৭	৫	৬	২৮	৮	৯	০	০	১
২০০৭-২০০৮	৭১	১২	৬	৪৭	৬	১০	০	১	০
২০০৬-২০০৭	৬৭	১৮	১১	২৪	১৪	৭	০	০	০
২০০৫-২০০৬	৫১	৭	১০	২৫	৯	৪	২	১	০

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কর্মকান্ড তদারকির পাশাপাশি দৈনন্দিন বাজার পর্যবেক্ষণ, আকস্মিক পরিদর্শন ও নিয়মিত মাসিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ সৃষ্টি এবং সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী বছরগুলোতেও সার্ভেইল্যান্স বিভাগ নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি এশিয়ান ডেভোল্যাপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় ক্যাপিটাল মার্কেটে সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১০. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ বিভাগ স্টক এক্সচেঞ্জ, ওভার দি কাউন্টার (OTC) এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের যাবতীয় কার্যাদি সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করে থাকে। এছাড়াও ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ/ আপত্তি সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করে থাকে। নিম্নে এই বিভাগের কর্মকান্ড তুলে ধরা হলো-

(ক) তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকদের সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত ঘোষণা মনিটর করা।
(খ) উদ্যোক্তা/পরিচালকদের মাসিক শেয়ার হোল্ডিং পজিশন মনিটর করা।
(গ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা মনিটর করা।
(ঘ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের বাহিরে হস্তান্তর অনুমোদন করা।
(ঙ) স্টক এক্সচেঞ্জের (সিকিউরিটি লেনদেন ব্যতীত) যাবতীয় কার্যক্রম মনিটর করা।
(চ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০০৮-০৯ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এর পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপঃ

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগঃ

অভিযোগের প্রকৃতি ও অবস্থান	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	মিমাংসিত
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান	১১	-		১১
ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ প্রদান না করা	৫	-	-	৫
শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত	১৩	১	১	১১
রাইট অফারের পত্র না পাওয়া	১১	-	-	১১
বোনাস শেয়ার না পাওয়া	-	-	-	-
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া	৩	-	-	৩
রিফান্ড ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত	৫	-	১	৪
শেয়ারের ডিমেট সংক্রান্ত	৪	-	-	৪
বিবিধ	৬১	১	৫	৫৫
মোট	**১১৩**	**২**	**৭**	**১০৪**

স্টক ডিলার/ব্রোকার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অভিযোগের প্রকৃতি ও অবস্থান	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ
গ্রাহকের শেয়ার প্রদান না করা	৫	-	-	৫
গ্রাহকের প্রাপ্য টাকা ফেরত না দেয়া	৬	-	-	৬
লিংক বিও একাউন্টে শেয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত	-	-	- -	-
বিবিধ	৩৪	-	৩	৩১
মোট	**৪৫**	**-**	**৩**	**৪২**

২০০৮-২০০৯ সালে মোট ১৫৮টি অভিযোগ পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে ইস্যুয়ার কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ১১৩টি এবং ব্রোকার/ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৪৫টি। উক্ত ১৫৮টি অভিযোগের মধ্যে ১৪৬টি অর্থাৎ ৯২.৪০% নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, ১০টি অভিযোগ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২ টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইস্যুয়ার কোম্পানির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১১৩টি অভিযোগের মধ্যে ১০৪টি অভিযোগ অর্থাৎ ৯২.০৩% নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, ২টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন আছে এবং বাকী ৭টি অভিযোগ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

যদিও বর্তমানে ব্রোকার/ডিলারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি কমিশনের এসআরআই বিভাগের নিয়ন্ত্রানাধীন তবে ইতিমধ্যে ২০০৮-২০০৯ সালে এসআরএমআইডি কর্তৃক ব্রোকার/ডিলারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৪৫টি অভিযোগের মধ্যে ৪২টি অর্থাৎ ৯৩.৩৩% নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, কমিশনের অত্র বিভাগে কোন অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন নাই এবং বাকী ৩টি অভিযোগ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে অভিযোগ নিস্পত্তির হার

ইস্যুয়ার এবং স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পত্তির হার (%)
২০০৪-০৫	১০৫	৪৮.৫৭
২০০৫-০৬	৮৪	৮৪.৫২
২০০৬-০৭	১১৮	৮০.৫১
২০০৭-০৮	৯৪	৮১.৯১
২০০৮-০৯	১৫৮	৯২.৪০

ইস্যুয়ার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার (%)
২০০৪-০৫	৬৭	৫৩.৭৩
২০০৫-০৬	৭১	৮৭.৩২
২০০৬-০৭	১০৩	৭৯.৬১
২০০৭-০৮	৭৯	৮২.২৮
২০০৮-০৯	১১৩	৯২.০৩

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার (%)
২০০৪-০৫	৩৮	৩৯.৪৭
২০০৫-০৬	১৩	৬৯.২৩
২০০৬-০৭	১৫	৮৬.৬৭
২০০৭-০৮	১৫	৮০.০০
২০০৮-০৯	৪৫	৯৩.৩৩

বিগত কয়েক অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্র:

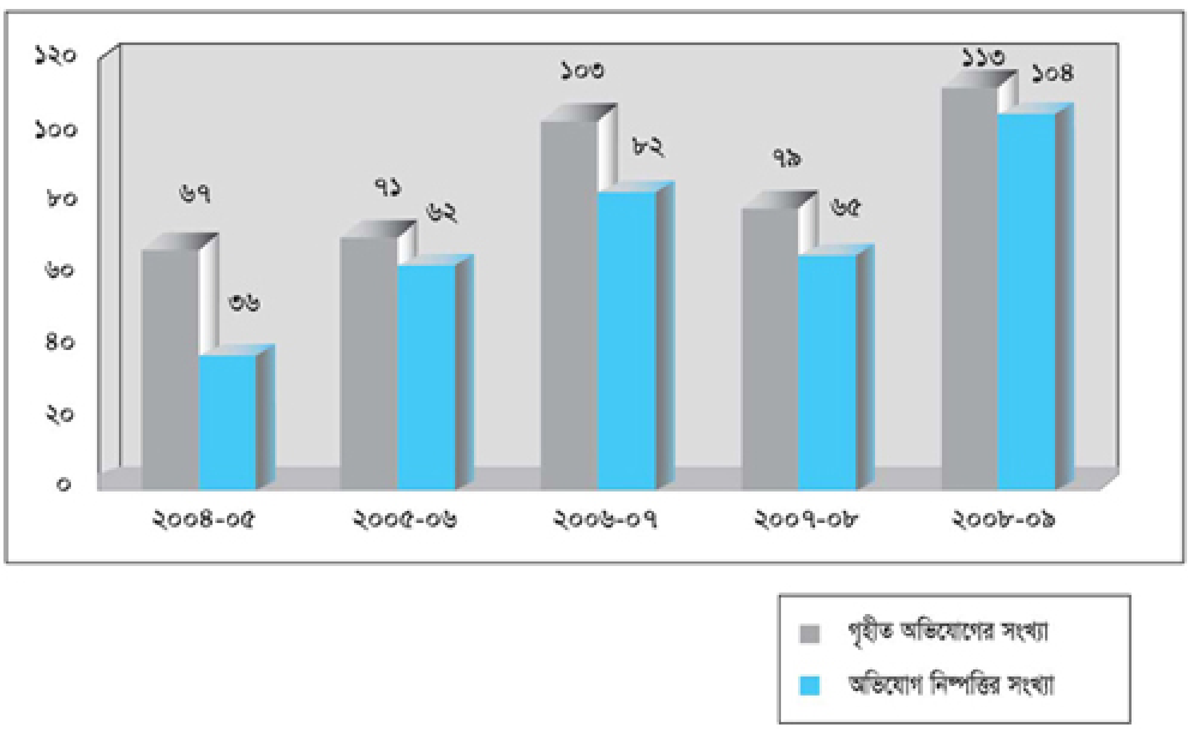

স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার /মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্র-

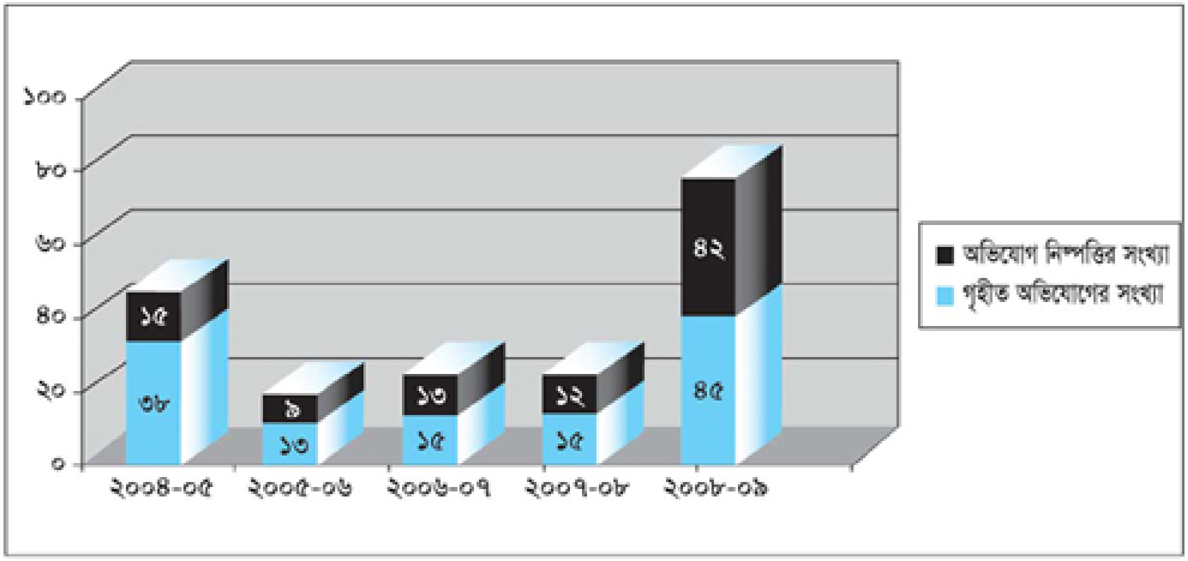

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ এর বিবরণী

২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২৬৮টি কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা করেছে। ২১৬টি কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঘোষিত লভ্যাংশ এর ভিত্তিতে কোম্পানি সমূহের বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো ঃ

কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণার হার	**কোম্পানির সংখ্যা**
১০% বা এর বেশী লভ্যাংশ	১৭৪
১০% এর কম লভ্যাংশ	৪২
মোট	২১৬

১১. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান ব্যাংক, মার্কেট মেকার্স, সিকিউরিটি লেন্ডারস ও বোরোওয়ার্স সহ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপালনীয় কার্যাদি তদারকি ও পরিদর্শনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও উপরোক্ত বাজার মধ্যস্থতাকারী সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ/ আপত্তি সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করে থাকে। উল্লেখ্য এ বিভাগের কার্যক্রম মে ২০০৯ হতে শুরু হয়েছে। আলোচ্য সময়ে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ এবং সে বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ নিম্নের ছকে তুলে ধরা হ'ল:

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস এর বিরুদ্ধে অভিযোগ :

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিএসই/সিএসই'তে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
অনুমতি ব্যতীত ৫০ শেয়ার বিক্রয়	১	-	-	১	১
সংযুক্ত বিও হিসাবে শেয়ার প্রতিস্থাপন না করা	১	১	-	১	-
হিসাব থেকে শেয়ার বিক্রয়	১	-	-	১	১
চেক নগদ না হওয়া এবং ক্রয়কৃত শেয়ার না পাওয়া	১	-	-	১	১
সেটেলমেন্টে বিলম্ব করা	১	-	-	১	১
মোট	**৫**	**১**	**-**	**৫**	**৪**

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস এর পরিদর্শন :

পরিদর্শনের প্রকৃতি	স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার/ডিপি এর পরিদর্শন
মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন (মে মাস)	থিয়া সিকিউরিটিজ লিঃ ডিএসই # ১৩০
মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন (মে মাস)	পিপলস ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ সিএসই # ০৫২
মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন (জুন মাস)	ইমিনেন্ট সিকিউরিটিজ লিঃ ডিএসই # ১৯১
মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন (জুন মাস)	প্রাইম ফিন্যান্স কনসালটেন্টস এন্ড ইক্যুইটিজ লিঃ, সিএসই # ৫৫
বিশেষ পরিদর্শন	সাদ সিকিউরিটিজ লিঃ ডিএসই # ১১৮

১২. সিডিএস

কমিশনের সিডিএস বিভাগ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং এর অধীনে প্রনীত প্রবিধানমালা মোতাবেক সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর কর্মকান্ড সহ ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট সমূহের কর্মকান্ড, তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার ডিপজিটরি ব্যবস্থায় আনয়ন, ডিম্যাট ফর্মে সিকিউরিটিজ ইস্যু, শেয়ার হস্তান্তর, বিও হিসাব তদারকি এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/আদেশ জারী করে থাকে। ডিপজিটরি পদ্ধতির ফলে শেয়ার ইস্যু, লেনদেন এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তথা সিকিউরিটিজ লেনদেন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এখন সময়সীমাও কমে এসেছে।

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সিডিবিএল এ ৩,৪৭,৩০৯টি বিও একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ২৬টি কোম্পানি ও ৩টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সহ মোট ২৯টি সিকিউরিটিজ সিডিএস ভুক্ত হয়েছে। জুন ২০০৯ পর্যন্ত সিডিবিএল এ চালু বিও একউন্টের সংখ্যা ১৪,১৪,৭৮১টি এবং ১৭৯টি সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। বর্তমানে পুঁজিবাজারের অধিকাংশ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন ও হস্তান্তর অটোমেটেড সিস্টেমে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধনের ৯৮% সিডিএসভুক্ত সিকিউরিটিজ।

আলোচ্য অর্থবছরে সিডিবিএল তাদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উন্নত করে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া তাদের Disaster Recovery System ও উন্নত করেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিও হিসাব এর ব্যালেন্স জানার পাশাপাশি মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমেও বিও একাউন্টে সিকিউরিটিজ এর ডেবিট ও ক্রেডিট সম্পর্কে জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সিডিএস এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা পরিশিষ্ট-১৫ তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৩. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘন কারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/ তদন্ত কালে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মস, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস, মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ পরিশিষ্ট-১৬ তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৪.আইন

কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনায় কমিশনের পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদান, কমিশনের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইস্যুতে আইনগত মতামত প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও পরিচালনা ইত্যাদি আইন বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

এসইসি কর্তৃক এবং এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ২৪৮টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ২টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান পরিশিষ্ট-১৭ তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৫. এমআইএস

অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এসইসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারাইজড তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা, ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এবং কমিশনকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে এসইসির সকল কর্মকর্তা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। অফিসের সকল কম্পিউটার ল্যান এর আওতাভূক্ত। এসইসিতে তৈরীকৃত ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন অটোমেটেড সিস্টেম (SECAS) সফটওয়ার এর বিভিন্ন মডিউল বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এসইসির কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের ওয়ার্ক স্টেশন থেকে সংযুক্ত ল্যানের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন, যা প্রয়োজন বিধায় পূর্বের ২৫৬ কেবিপিএস কে বর্ধিত করে ১ এমবিপিএস করা হয়েছে। এসইসি'র ওয়েব সাইটে (www.secbd.org) সিকিউরিটিজ আইন, আইপিও প্রসপেক্টাস, এলিজিবল সিকিউরিটিজ, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস, এনফোর্সমেন্ট এ্যাকশনস, বার্ষিক ও ত্রৈমাষিক রিপোর্ট, বিনিয়োগকারীদের জন্য তথ্য ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং ওয়েব সাইটটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুলাই ২০০৮ - জুন ২০০৯ এ ভিজিটর সংখ্যা প্রায় ১১২,০০০। আলোচিত অর্থ বছরে ওয়েব সাইটে প্রসপেক্টাস স্থাপন করা হয়েছে ১৪টি, এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন করা হয়েছে ১৭৬টি, অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে ৯টি, ত্রৈমাষিক প্রতিবেদন স্থাপন করা হয়েছে ৪টি, বার্ষিক প্রতিবেদন স্থাপন করা হয়েছে ২টি (বাংলা ও ইংরেজী), মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া রুল স্থাপন করা হয়েছে ৪টি এবং অন্যান্য তালিকা প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আপডেট করা হয়েছে।

তৈরীকৃত বিভিন্ন সফটওয়ার সিস্টেমসমূহ:

সার্ভিলেন্স মডিউল
সিএফডি মডিউল
রেজিস্ট্রেশন মডিউল
এনফোর্সমেন্ট মডিউল
পারসোনেল মডিউল
ইস্যুয়ার মডিউল
ডকুমেন্ট ট্রাকিং মডিউল
রিসিপসনডেস্ক মডিউল
র‌্যানডম ইনসপেকশন সিলেকশন সিস্টেম
লটারী ভেরিফিকেশন সিস্টেম
ডিজিটাল পেপার ক্লিপিং সিস্টেম

এমআইএস বিভাগ উল্লেখিত সিস্টেমসমূহের ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন ও মেইন্টেন্যানসের কাজ করে থাকে।

১৬. গবেষণা ও উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুঁজিবাজার বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন, কমিশনের প্রকাশনা সমূহ নিয়মিত প্রকাশকরণ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যাদি/উপাত্ত প্রেরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে:

প্রতিবেদন প্রকাশনা:

বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	ঃ	২০০৭- ২০০৮
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (৪টি)	ঃ	এপ্রিল ২০০৮- মার্চ ২০০৯
এসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার) (৪টি)	ঃ	এপ্রিল ২০০৮- মার্চ ২০০৯

শিক্ষামূলক কার্যক্রম:

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার বিষয়ে ধারনা দেয়ার নিমিত্ত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতি মাসে দু'টি করে (দুই দিনব্যাপী) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কমিশন কার্যালয়ে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। উক্ত কার্যক্রমে ৫৪০ জন সাধারণ বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছেন যাতে কমিশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ, সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

বাজার মধ্যস্ততাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের মোট ৯৬৭ জন অনুমোদিত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাদটিকা: নিউজ লেটার, বুকলেট অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে ।

১৭. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

এসইসি এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট নামে পুঁজিবাজারের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ২৫ মে ২০০৮ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৮ ধারার অধীনে বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। পুঁজিবাজার সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল সৃষ্টি করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

৮ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে এসইসি এর চেয়ারম্যান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানেরও চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মদ সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে ইন্সটিটিউটের প্রথম সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রথম বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসাবে M/s ACNABIN/চার্টার্ড একাউন্টেন্টকে নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া উক্ত প্রথম সাধারন সভা অফিসের জন্য স্থান ভাড়া করা, ব্যাংক একাউন্ট খোলা, দাপ্তরিক সীল তৈরী করা, অনুদান গ্রহন করা, বিভিন্ন কমিটি তৈরী করা (নির্বাহী কমিটি, অর্থ কমিটি, একাডেমিক কমিটি), ফার্নিচার, লেটারহেড প্যাড ও রেজিষ্ট্রার ক্রয় করা, প্রধান নির্বাহী ও সেক্রেটারী নিয়োগ এবং দায়িত্ব বন্টন, ইন্সটিটিউটের জন্য অর্থ বছর জুলাই-জুন নির্ধারন করা ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ড সভার সুপারিশ অনুমোদন করে। ৩০ জুন ২০০৯ পর্যন্ত ইন্সটিটিউটের চারটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমিক কার্যক্রমশুরুসহ সামগ্রিক পরিচালনার জন্য সরকার ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বাজেটে দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ইন্সটিটিউটের জন্য প্রধান নির্বাহী নিয়োগ ও অফিস স্পেস ভাড়া করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

১৮. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি সম্ভাবনাময় পুঁজিবাজার। এ বাজারে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক লাভজনক কোম্পানিসমূহের শেয়ার পুঁজিবাজারে আনয়নের মাধ্যমে সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধির নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশন পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়ানোর ব্যাপারে স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় ডেরিভেটিভসহ নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যুর জন্য কাজ করার পাশাপাশি মৌল ভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক কোম্পানি সমূহকে আকৃষ্ট করার জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করছে। পুঁজিবাজারে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর ডিপজিটরি সিস্টেম এর সার্ভার এবং ষ্টোরেজ সিস্টেমস সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সমূহ উচ্চ ধারণ ক্ষমতায় রূপান্তরকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ইতোমধ্যে কমিশন ডিপজিটরিকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। একই সাথে উচ্চ মানের কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উন্নততর সেবা প্রদানের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারেও ডিপজিটরিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিশন কাজ করছে:

❒ সরকারি, বেসরকারি ও বহুজাতিক লাভজনক কোম্পানিসমূহের শেয়ার পুঁজিবাজারে আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যাতে পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধি পায়।

❒ ইস্যুয়ার কোম্পানিসহ বাজার মধ্যস্ততাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করা।

❒ সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিশোধ পদ্ধতি অনলাইন এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের সাথে কাজ করা এবং সিকিউরিটিজ লেনদেন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

❒ কোম্পানি সমূহের বার্ষিক হিসাব বিবরণী বস্তুনিষ্ঠ ভাবে তৈরী ও নিরীক্ষকগণ কর্তৃক তা যেন যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

❒ বর্তমানে পুঁজিবাজারে বন্ড/ডিবেঞ্চার ইস্যুর জন্য একটি পুর্ণাঙ্গ বন্ড ইস্যু রুলস প্রণয়ন ও জারী ।

❒ সরকারি ও কর্পোরেট বন্ড পুঁজি বাজারে জনপ্রিয় করার জন্য উপায় বের করা ও কার্যক্রম গ্রহণ।

❒ ডেরিভেটিভস ইন্স্ট্রুমেন্টের লেনদেন শুরুর জন্য আইনগত কাঠামো তৈরী ও ডেরিভেটিভস সিকিউরিটিজ এর ট্রেডিং চালু।

❒ সার্ক অঞ্চলের কোম্পানি সমূহের ক্রস বর্ডার লিষ্টিং এর ক্ষেত্রে অভিন্ন লিষ্টিং রেগুলেশন তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

❒ পুঁজিবাজারের আইনগত বিধি বিধান অব্যাহতভাবে পর্যালোচনা এবং ইস্যুয়ার সহ সকল বাজার মধ্যস্ততাকারীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/নতুন বিধি জারীর কাজ অব্যাহত রাখা।

❒ পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কমিশনের সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি শক্তিশালী ও জোরদার করা।

❒ কমিশনের উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সুচারু ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল বৃদ্ধির ও বিদ্যমান কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

১৯. কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

কমিশন সরকারের রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। কমিশনের যাবতীয় চলতি ব্যয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের একটি তহবিল রয়েছে। সরকারি অনুদান এবং কমিশনের নিজস্ব আয় নিয়ে এ তহবিল গঠিত, যা থেকে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর সকল বিধানাবলী পরিপালনপূর্বক কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কমিশনের ২০০১-২০০২ অর্থ বছর পর্যন্ত কমিশনের নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব আয়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন ফি, পুঁজি উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদন/সম্মতি প্রদান ফি, জরিমানা আদায় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বাজেট বরাদ্দ অনুয়ায়ী সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ছাড় করা হয়। কমিশনের নিজস্ব আয় সমন্বয় সাপেক্ষে সরকারি অর্থ ছাড় করা হয়ে থাকে।

গত বছরগুলিতে কমিশনের নিজস্ব আয় উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে কমিশন মোট খরচের ১০০% নিজস্ব আয় হতে সংকুলান করেছে। আলোচ্য ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব আয়/প্রাপ্তি ছিল ১৩.৭৯০ কোটি টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ১৮.২৭৭ কোটি টাকা। এতে মোট প্রাপ্তির পরিমান টাকা ৩২.০৬৭ কোটি যার দ্বারা কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হযেছে। পক্ষান্তরে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব আয়/প্রাপ্তি ছিল ২১.০৩০ কোটি টাকা। আলোচ্য ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ৫.০৬৩ কোটি টাকা রাজস্ব ও মূলধন খাতে ব্যয় হয়েছে। ইতোঃপুর্বে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের পরিমান ছিল ৪.৩২৭ কোটি টাকা।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩০ জুন, ২০০৯

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০০৮-২০০৯		২০০৭-২০০৮
	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রকৃত প্রাপ্তি
সরকারি মঞ্জুরী ঃ	০.০০		
প্রারম্ভিক জের (পূর্ববর্তী বছরের প্রাপ্ত অব্যয়িত অর্থ)		১৮.২৭৭	১.৫৭৪
ছাড়কৃত সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	০	-
মোট সরকারি মঞ্জুরী	**০.০০**	**১৮.২৭৭**	**১.৫৭৪**
কমিশনের বিবিধ আয়/প্রাপ্তি	৭.০৪০	১৩.৭৯০	২১.০৩০
মোট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	**৭.০৪০**	**৩২.০৬৭**	**২২.৬০৪**
পরিশোধ ঃ	খাতওয়ারী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	৪.৮৯২	৪.৪৪৬	৩.৯১০
মূলধনী ব্যয়	০.৬৪৮	০.৫৪১	০.৩৩৩
ঋণ/অগ্রীম প্রদান	০.১৫০	০.০১৯	০.০৮৪
থোক বরাদ্দ	**১.২৯০**		
পূর্ত ব্যয়	**০.০৬০**	**০.০৫৭**	**০.০০০**
মোট পরিশোধ/ব্যয়	**৭.০৪০**	**৫.০৬৩**	**৪.৩২৭**
সমাপনী জের (অব্যয়িত অর্থ)		**২৭.০০৪**	**১৮.২৭৭**

পাদটিকাঃ- ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে কমিশনের বাজেট বরাদ্দের কোডসমূহে ** (দুই তারকা) চিহ্নের পরিবর্তে * (এক তারকা) সংযোজন হওয়ায় থোক বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন কমিশন কর্তৃক অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০. পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট - ১

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে যে সকল কোম্পানি আইপিওতে গিয়েছে তার বিবরণ:

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	মোট মূলধন	উদ্যোক্তার ইক্যুইটি			পাবলিক ইক্যুইটি			মোট (৭+৮+৯)	মন্তব্য (সমমূল্যে/ প্রিমিয়ামে ইস্যু)	চাঁদার পরিমাণ (৭ নং কলামে উল্লিখিত অংকের বিপরীতে প্রাথমিকভাবে চাঁদা জমার পরিমাণ)	চাঁদা গ্রহণের তারিখ আরম্ভ ঃ শেষ ঃ
			স্থানীয়	বিদেশী	মোট	সাধারণ পাবলিক	বৈদেশিক প্লেসমেন্ট	স্থানীয় প্লেসমেন্ট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	নর্দান জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১৫.০০	৬.০০	--	৬.০০	৯.০০	--	--	৯.০০	সমমূল্যে	১৮৫.৫০	১৪/০৯/০৮ ১৮/০৯/০৮
২	রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স লিঃ	১৫.০০	৬.০০	--	৬.০০	৯.০০	--	--	৯.০০	সমমূল্যে	১৯০.৬৫	২৬/১০/০৮ ৩০/১০/০৮
৩	ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৫২.০০	৪৭.০০		--	-- ৫.০০	--	--	৫.০০	সমমূল্যে	৩৬১.২০	০৫/১০/০৮ ০৯/১০/০৮
৪	বে লিজিং ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০.৪০	১০.২০	--	--	১০.২০	--	--	২৫.৫০ (প্রিমিয়াম সহ)	১৫০ টাকা প্রিমিয়ামে	৬৫২.১৬	১৮/০১/০৯ ২২/০১/০৯
৫	বিএসআরএম স্টিলস্ লিঃ	১৪৫.০০	১০৪.০৯	২০.৯০	১২৫.০০	২০.০০	--	--	২০.০০	সমমূল্যে	৩৯২.৭৮	০৯/১১/০৮ ১৩/১১/০৯
৬	এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিঃ	১৫.০০	৬.০০	--	৬.০০	৯.০০	--	--	৯.০০	সমমূল্যে	২৫৫.০০	১৯/০৪/০৯ ২৩/০৪/০৯
৭	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৭.৫০	৩.০০	--	৩.০০	৪.৫০	--	--	৪.৫০	সমমূল্যে	৩৫২.০০	০৩/০৫/০৯ ০৭/০৫/০৯
মোট		২৬৯.৯	১৮২.২৯	২০.৯০	১৪৬.০০	৬৬.৭			৮২.০০		২৩৮৯.২৯	

পরিশিষ্ট - ২
বিবিধ আয়/প্রাপ্তির বিবরণ
৩০ জুন, ২০০৯

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	
		জুন, ২০০৮	জুন, ২০০৯
	ক) আয় ঃ		
১	স্টক ডিলার/ব্রোকার রেজিস্ট্রেশন ফি	৪,৫৪১,১০০.০০	৬,৩৮৮,১৫০.০০
২	মার্চেন্ট ব্যাংক রেজিস্ট্রেশন ফি	৫৪৯,০০০.০০	২,২৯৭,০০০.০০
৩	মিউচ্যুয়াল ফান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি	১৪,৭৮৮,৫২৭.৪০	৭,০৭৩,৯৬৬.০০
৪	অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন ফি	১,৪৭৭,২৮৬.০০	১,৯৭৩,৭৫১.০০
৫	IPO, Application, Filing, Right Issue & Consent Fee	২১,৫৯৫,৮৭৬.০৬	২৯,৭৫২,৪২৭.৭৪
৬	জরিমানা আদায়	১০৫,৪৭৬,৭৭৫.২৩	২২,৩৭৮,৯৭৩.২০
৭	প্রকাশনা বিক্রয় (ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও আইন বই ইত্যাদি)	১৬৫,৬২৫.০০	-
৮	দরপত্র তফসিল (সিডিউল বিক্রয়)	১৯,৮৫০.০০	৬,০০০.০০
৯	স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস্ (পুরাতন মালামাল বিক্রয়)	৬৩৬,০২২.০০	৫২৩,১৮৯.০০
১০	ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্ট ও সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল ফি	১,৭৪৮,৭৮০.০০	১,৬৪৪,৩৯৬.০০
১১	সিডিবিএল (বিও একাউন্ট নিবন্ধন ফি)	৫৭,৮২৯,৫০০.০০	৫৮,৬৫৫,০০০.০০
১২	নোটিশ পে-	-	৬০,৪১৭.০০
১৩	জমা টাকার উপর ব্যাংকের সুদ	৫১২,৩২৫.০০	৬,১৭০,৩৭৫.০০
	মোট আয় (ক)	**২০৯,৩৪০,৬৬৬.৬৯**	**১৩৬,৯২৩,৬৪৪.৯৪**
	অন্যান্য প্রাপ্তি ঃ		-
১	গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়	৪৮৭,১০০.০০	৫০১,০০৪.০০
২	কম্পিউটার ঋণ আদায়	১৬০,১৪৬.০০	১৫২,২৫৪.০০
৩	মোটর কার/মোটর সাইকেল ঋণ আদায়	২৫৯,২০২.০০	২৭৩,২৫৮.০০
৪	অন্যান্য প্রাপ্তি (ফেরৎ যোগ্য জামানত)	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
	মোট অন্যান্য প্রাপ্তি (খ)	**৯৫৬,৪৪৮.০০**	**৯৭৬,৫১৬.০০**
	সর্বমোট আয়/প্রাপ্তি	**২১০,২৯৭,১১৪.৬৯**	**১৩৭,৯০০,১৬০.৯৪**

পরিশিষ্ট -৩

৩০ জুন ২০০৯ তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা, ইস্যুকৃত মূলধন, বাজার মূলধন, সিকিউরিটিজ এর লেনদেনের পরিমাণ এবং শেয়ার মূল্য সূচক নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার
জুন ৩০, ২০০৯

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
কোম্পানির সংখ্যা	২৮২	২২৭
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৭	১৭
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	১
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	১৩৫	--
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	১	--
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪৪৩	২৪৫

কোটি

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	২৭৮.৪০	২৬৩.০৭
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৪.৫০	৩৪.৫৩
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪	০.৩০
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	০.৩১	--
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৩	--
মোট লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৩১৩.৬০	২৯৭.৯০

কোটি টাকা

কোম্পানি সমূহের ইস্যুকৃত মূলধন (শেয়ার)	১৪,০৭২.৫০	১৩,১১০.৫০
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৩৩১.৬০	৩৩১.৫৫
ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার	১৪.০০	৩০০.০০
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড	৩১০৭৬.৩০	--
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৩০০.০০	--
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৪৫,৭৯৪.৪০	১৩,৭৪২.০৫
বাজার মূলধন	১,৩১,২৭৭.৩০	৯৬,২৪৭.৭০

শেয়ার এর মূল্য সূচক	২৫২০.১৫ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	১০,৪৭৭.৬৭ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)

ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী, এক্সচেঞ্জদ্বয়ের কার্যক্রম, ২০০৮-২০০৯ সময়কালে অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ এবং এপ্রিল ১৯৯২-জুন ২০০৯ সময়কালে অনিবাসী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে সন্নিবেশিত হল:

পরিশিষ্ট-৪

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০,২০০৯	জুন ৩০, ২০০৮	% পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২৮২	২৭১	৪.০৫
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৭	১৪	২১.৪২
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	০
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	১৩৫	৮৪	৬০.৭১
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	১	১	০
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪৪৩	৩৭৮	১৭.১৯

কোটি

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	২৭৮.৪০	২০৯.৬০	৩২.৮২
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৪.৫০	১৯.০০	৮১.৫৭
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪	০.০৪	০
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	০.৩১	০.১৭	৮২.৩৫
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৩	০.৩	০
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৩১৩.৬০	২২৯.২০	৩৬.৮২

কোটি টাকা

বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫৭২.১০	৩৭৬.১১	৫২.১০
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ	৮৯,৩৭৮.৯২	৫৪,৩২৮.৪৩	৬৪.৫১
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড	৩১,০৭৬.৩০	১৭,৫৪০.৩০	৭৭.১৭
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৩০০.০০	৩০০.০০	০
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৪৫,৭৯৪.৪০	২৮,৪৩৮	৬১.০৩
মোট বাজার মূলধন	১,৩১,২৭৭.৩০	৯৬,৪৮০	৩৬.০৬

সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	২৫২০.১৫ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	২৫৮৮.০৩ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)	(২.৬২)

পরিশিষ্ট-৫

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০,২০০৯	জুন ৩০,২০০৮	% পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২২৭	২১৬	৫.০৯
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৭	১৪	২১.৪২
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	১	১	০
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৪৫	২৩১	৬.০৬

কোটি

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	২৬৩.০৭	১৯৭.৩৪	৩৩.৩১
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৪.৫৩	১৯.০৩	৮১.৪৫
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.৩০	০.৩০	০
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৯৭.৯০	২১৬.৬৭	৩৭.৪৯

কোটি টাকা

বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	১১৮.২০	৭৪.৮৯	৫৭.৮৩
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ	১২,৫১৪.৯০	৭,৯২৫.৪১	৫৭.৯০
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন	১৩,৭৪২.০৫	১০,২২২.০০	৩৪.৪৪
মোট বাজার মূলধন	৯৬২৪৭.৭০	৭৭,৭৭৪.৩০	২৩.৭৫

সকল সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	১০,৪৭৭.৬৭ (সকল শেয়ার এর মুল্য সূচক)	৯০৫০.৫৬ (সকল শেয়ার এর মুল্য সূচক)	১৫.৭৭

পরিশিষ্ট-৬

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০০৮ - জুন ২০০৯

সময়	মূল্য সূচক (সকল শেয়ার মূল্য সূচক)	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন কোটি টাকা		বাজার মূলধন	
		মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	(কোটি টাকা)	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '০৮	২৩৬৯.০৩	৪৪.৪০	২.০০	৬৫০৬.৮১	২৯৫.৭৬	৯৫,৫৭৯	--
আগষ্ট	২৩৮৯.১৬	২৮.৭০	১.৫০	৪৫৬১.৩১	২৪০.০৭	৯৬,৯৮৭	১.৪৭
সেপ্টেম্বর	২৪৯৮.৪৫	৪৪.৮০	২.৫০	৬৫৫২.৬২	৩৪৪.৮৭	১,০৩,৯৫৫	৭.১৮
অক্টোবর	২২৭৮.১৬	৫৪.৪০	২.৯০	৭৯০৯.৪৩	৪১৬.২৯	৯৮,৬২৪	(৫.১৩)
নভেম্বর	২০৪০.২১	৩১.৩০	১.৫০	৪৩৫৮.৯৬	২০৭.৫৭	৯৫,৯৬১	(২.৭)
ডিসেম্বর	২৩০৯.৩৫	২০.৫০	১.৫০	২৯৮৫.৯৭	২১৩.২৮	১,০৪,৩৮০	৮.৭৭
জানুয়ারি ০৯	২১৯৬.৯৬	৫৬.৯০	২.৮০	৬৫৮৬.৪৯	৩২৯.৩২	১,০১,৬১৩	(২.৬৫)
ফেব্রুয়ারি	২১৪৪.২৯	৪৬.১০	২.৩০	৫৭৩৫.৬২	২৮৬.৭৮	৯৯,৯৩৩	(১.৬৫)
মার্চ	২০৩৩.৩০	৬৪.৪	৩.১০	৯৫৫৪.০২	৪৫৪.৯৫	১,০০,০৬৪	০.১৩
এপ্রিল	২১১৯.৮৫	৫০.০০	২.৪	৯২৩৭.০৯	৪৩৯.৮৬	১,০৩,৫৯৫	৩.৫৩
মে	২১৪৬.৭২	৫৫.৭	২.৭০	১০৩১২.৬৬	৪৯১.০৮	১,০৪,৯৮৩	১.৩৪
জুন ০৯	২৫২০.১৫	৭৪.৯০	৩.৪০	১৫০৭৭.৯৪	৬৮৫.৩৬	১,২৪,১৩৪	১৮.২৪
মোট ০৮-০৯		৫৭২.১০		৮৯৩৭৮.৯২			

পরিশিষ্ট-৭
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০০৮ - জুন ২০০৯

সময়	মূল্য সূচক (সকল শেয়ার মূল্য সূচক)	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন কোটি টাকা		বাজার মূলধন	
		মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	(কোটি টাকা)	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '০৮	৮৫৯৩.৫৩	১০.৪৭	০.৪৮	৯৫৭.০১	৪৩.৫০	৭৬,৬৬২	--
আগষ্ট	৮৬৭৬.৩৩	৫.৬৯	০.৩০	৬৬০.৭৯	৩৪.৭৮	৭৭,৩৫১	০.৮৯
সেপ্টেম্বর	৮৯৯৬.৬৮	৯.৭০	০.৫১	৯০৯.১৫	৪৭.৮৫	৮২,০৫৪	৬.০৮
অক্টোবর	৮৩৮০.৫৯	১২.৪১	০.৬৫	১২১১.০৪	৬৩.৭৪	৭৭,৩৭৩	(৫.৭০)
নভেম্বর	৭৬২৭.৪৪	৭.৬৪	০.৩৬	৭৫৫.১৩	৩৫.৯৬	৭১.৪০৩	(৭.৭১)
ডিসেম্বর	৮৬৯২.৭৫	৫.১৬	০.৩৭	৫২০.৪৪	৩৭.১৭	৮১,০৬০	১৩.৫২
জানুয়ারি ০৯	৮১৪৬.০১	১১.২৭	০.৫৬	৯৯৮.৯৯	৪৯.৯৫	৭৭,৫৩৬	(৪.৩৪)
ফেব্রুয়ারি	৭৮৭০.৬৩	৯.২৫	০.৪৬	৭৯৬.১০	৩৯.৮০	৭৫,৫৮৩	(২.৫২)
মার্চ	৭৫৭৮.৩০	১২.৫৩	০.৫৯	১১৭৮.৪২	৫৬.১১	৭২,৮৫৪	(৩.৬১)
এপ্রিল	৮২২৭.৮৫	৯.৯৭	০.৪৭	১২৪৮.১৩	৫৯.৪৩	৭৮,৭০৫	৮.০৩
মে	৮৭৫৮.৯৯	১০.১৪	০.৪৮	১২২৫.৭৫	৫৮.৩৭	৮১,৬৫৫	৩.৭৫
জুন ০৯	১০৪৭৭.৬৭	১৩.৯৬	০.৬৩	২০৫৩.৯৫	৯৩.৩৬	৯৭,৪৯৫	১৯.৩৯
মোট ০৮-০৯		১১৮.১৯		১২,৫১৪.৯০			

বাজার মূলধন মাসের শেষ কার্য দিবসের।

পরিশিষ্ট-৮
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম
জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯

সময়	সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	(কোটি টাকা)	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই'২০০৪-জুন ২০০৫	১৭১৩.১৭	৯৪.৬৪	৬,৫১৭.২৯	--	২২,৪৬১.১০	--
জুলাই'২০০৫-জুন ২০০৬	১৩৩৯.৫২	৫৯.২৬	৪,৫৯৯.২৮	(২৯.৪৩)	২২,৫৩০.০০	০.৩১
জুলাই'২০০৬-জুন ২০০৭	২১৪৯.৩২	১৯৮.২৫	১৬,৪৬৭.০৯	২৫৮.০৩	৪৯,১৬৮.৪০	১১৮.২৩
জুলাই'২০০৭ -জুন ২০০৮	৩০০০.৫০	৩৭৬.১১	৫৪,৩২৮.৪৩	২২৯.৯২	৯৬,৪৮০.০০	৮৯.৩৫
জুলাই'২০০৮ -জুন ২০০৯	৩০১০.২৬	৫৭২.১০	৮৯,৩৭৮.৯২	৬৪.৫১	১,৩১,২৭৭.৩০	৩৬.০৬

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯ সময়ে ডিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-

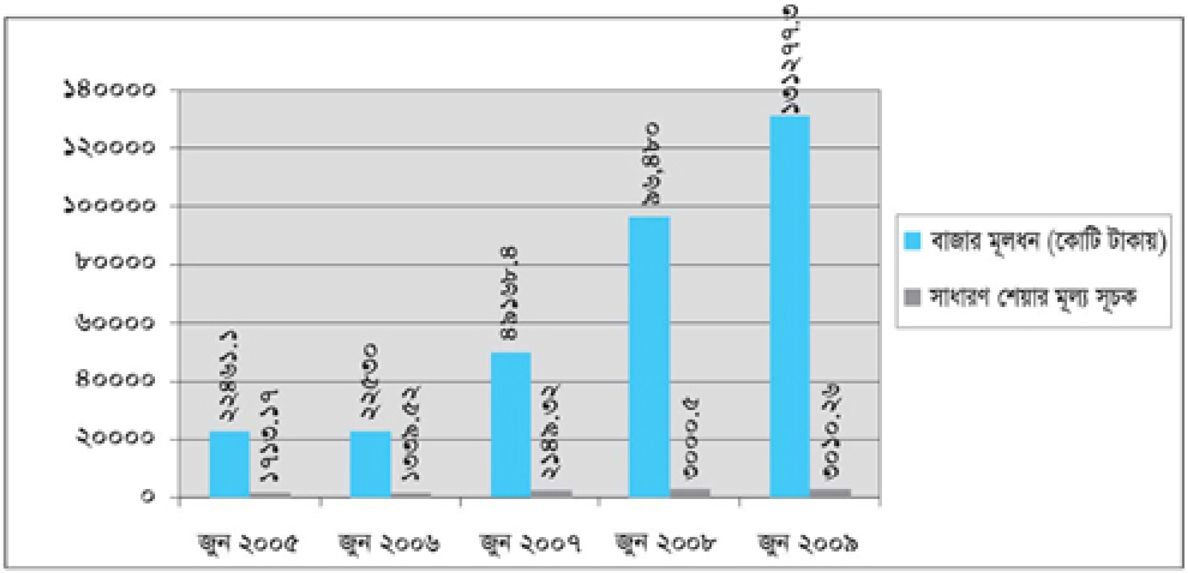

বিগত পাঁচ বছরে ডিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)

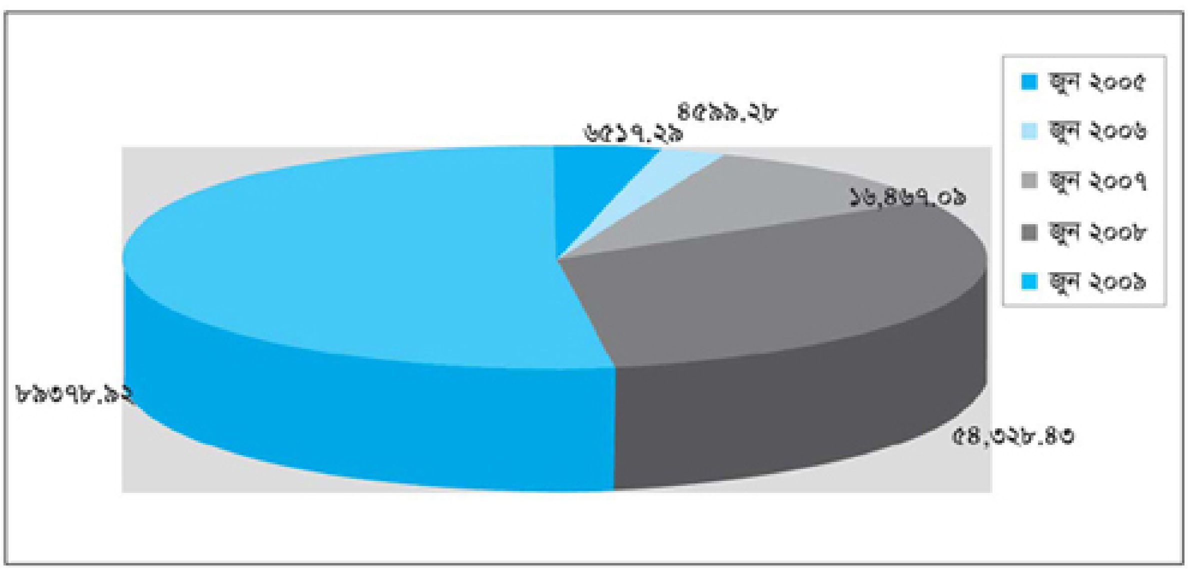

পরিশিষ্ট-৯

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম
জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯

সময়	সকল শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০০৪-জুন ২০০৫	৩৩৪৭.০৯৬৯	৩৪.৭৭	১,৬৭৮.৭৭	--	২০,৩০৪.৪৪	--
জুলাই '২০০৫-জুন ২০০৬	২৮৭৯.১৯	২৪.৯	১,১৪০.৮১	(৩২.০৪)	১৯,৫৫৫.০০	(৩.৬৯)
জুলাই '২০০৬-জুন ২০০৭	৫১৯৪.৭৬৫৮	৫৮.৫৫	৩,৪১৭.৬৫	১৯৯.৫৮	৩৯,৯২৫.৮০	১০৪.১৭
জুলাই '২০০৭-জুন ২০০৮	৯০৫০.৫৬৩২	৭৪.৮৯	৭,৯২৫.৪১	১৩১.৯০	৭৭,৭৭৪.৩০	৯৪.৮০
জুলাই '২০০৮-জুন ২০০৯	১০৪৭৭.৬৭	১১৮.২০	১২৫১৪.৯০	৫৭.৯০	৯৬,২৪৭.৭০	২৩.৭৫

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯ সময়ে সিএসই'র বাজার মূলধন এবং সকল শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-

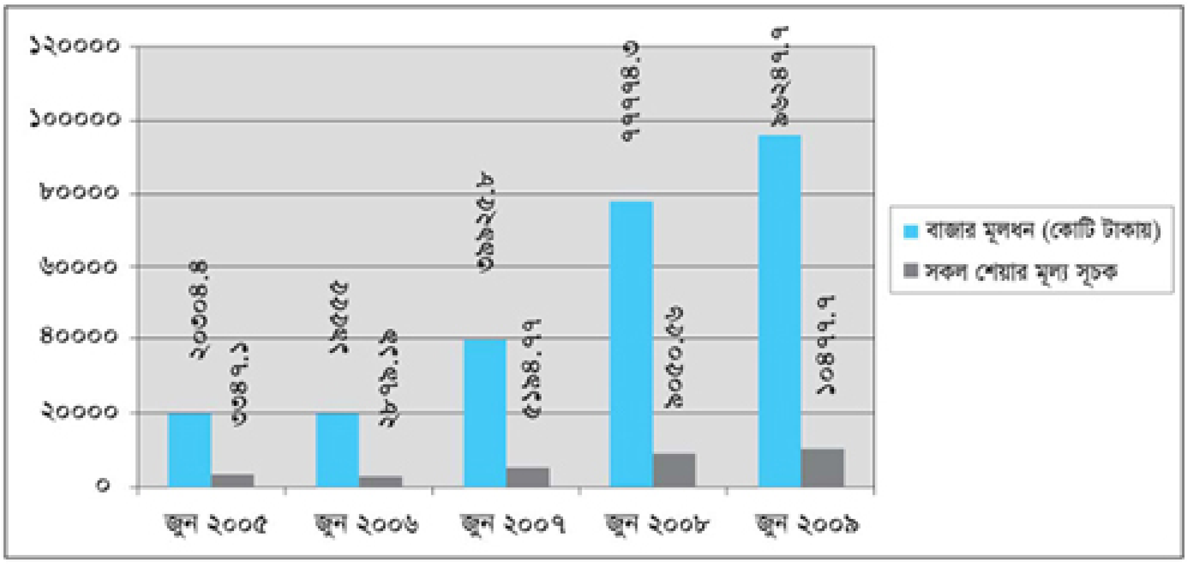

বিগত পাঁচ বছরে সিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

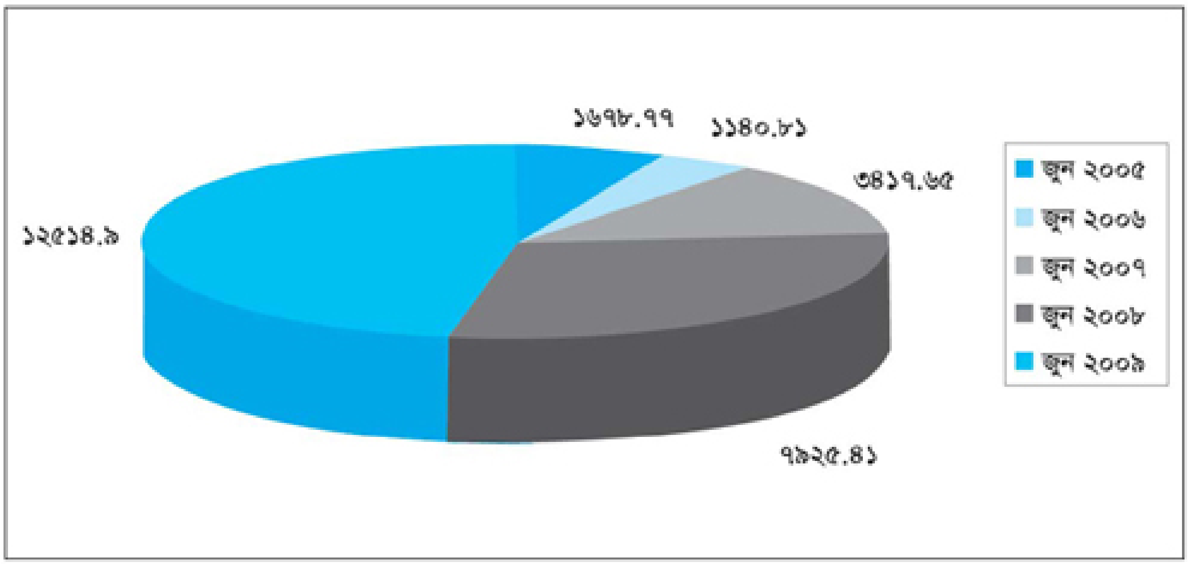

পরিশিষ্ট-১০

অনিবাসী/বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ জুলাই ২০০৮ - জুন ২০০৯ কোটি

টাকার অংকে

মাস	NITA হিসাবে বিদেশ হতে আনীত ও বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব হতে নগদায়নকৃত অর্থের পরিমাণ	শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ	বিক্রয়কৃত শেয়ারের পরিমাণ	বিদেশে প্রত্যাবাসনকৃত অর্থের পরিমাণ
জুলাই ২০০৮	৬০.৪৫	৭১.১২	৮৮.৬৩	৮১.৪৯
আগস্ট	৯৫.৯৩	৮৫.৯৯	৭২.৮০	৩৮.১২
সেপ্টেম্বর	৪৬.৬২	৫৫.৫৩	৭১.২৬	৭২.৯৪
অক্টোবর	২৯.৫৬	৩১.১৩	১৫৪.৫৮	১১৩.১২
নভেম্বর	৪.৮৯	৪.৭৬	১২৯.৪১	১৯৬.৭৩
ডিসেম্বর	২১.৯৬	৫.৫০	৮৪.১০	১০৮.১৯
জানুয়ারি ২০০৯	২১.২৪	২২.৮৩	১৫৪.১৩	১৫২.০৫
ফেব্রুয়ারি	১২.৬৭	১৪.৬১	১৫৯.৯৬	১৭০.৪০
মার্চ	১১.৫৪	১১.৫৬	১৩১.৫৩	৩২.৯৭
এপ্রিল	৭.৭৩	৭.৬৪	৯২.০৯	৩৬.২১
মে	৭.১০	১৩.৫৮	৬৩.৯১	৪৯.৯৩
জুন ২০০৯	৪৪.১১	৫৮.২২	২২০.৮৪	২২০.৭৯
সর্বমোট	**৩৬৩.৮০**	**৩৮২.৪৭**	**১৪২৩.২৪**	**১২৭২.৯৪**

পরিশিষ্ট-১১

অনিবাসী/বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ
এপ্রিল ১৯৯২-জুন ২০০৯

কোটি টাকার অংকে

সময়	NITA হিসাবে জমাকৃত অর্থ	শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ	বিক্রয়কৃত শেয়ারের পরিমাণ	বিক্রিত শেয়ারের ক্রয়মূল্য	মূলধনী লাভ/ক্ষতি	মূলধনী লাভ ব্যতিত অর্জিত লভ্যাংশ	বিদেশে প্রত্যাবাসনকৃত পরিমাণ
এপ্রিল ৯২-জুন ৯২	৫.৭৩	৫.০৮	--	--	--	--	--
জুলাই ৯২- জুন ৯৩	৩১.৬৯	৩৮.৭৫	৮.১২	৩.৫৪	০.৫৮	০.৩৩	৩.৮৬
জুলাই ৯৩- জুন ৯৪	৩১৯.৬৬	৩১০.১৮	৯৬.৫১	৫১.০৫	৪০.৪৬	১.৭৬	৯১.৮৪
জুলাই ৯৪- জুন ৯৫	৩০৯.৪৪	২৯৮.২৭	১৩৩.৪২	৯২.৮১	৪০.৬১	৯.২৭	১৩৮.৮৯
জুলাই ৯৫- জুন ৯৬	৭৩.৮৫	৭১.৬৮	১৮৭.৭১	১৮৯.৩৪	(১.৬৩)	১৪.৬৮	১৯৭.২০
জুলাই ৯৬- জুন ৯৭	৫২.৭৮	৫১.৮০	৬১৮.৬৮	৩৪৪.৩৪	২৭৪.৩৪	১২.২৯	৬৩৩.২১
জুলাই ৯৭- জুন ৯৮	৩০.৯৮	৩১.৬০	৫১.৭৫	৬৯.৩১	(১৭.৫৬)	৯.৭১	৬০.১৮
জুলাই ৯৮- জুন ৯৯	৯.৫১	৯.৫৬	৪১.০৭	৫৩.১৬	(১২.০৯)	৪.৩৪	৪৫.১১
জুলাই ৯৯- জুন ০০	২৭.৮৯	৩৯.৩৬	৫৮.৪৪	৮৭৮.৭০	(২৯.৪৩)	৫.৪৫	৬১.৩৪
জুলাই ০০-জুন ০১	৩০.৪৪	৩২.৩৫	৩৪.৪৩	৩৩.৭৯	০.৬৪	৫.১৮	৩৭.৭৬
জুলাই ০১-জুন ০২	২.৯০	২.৮৭	২৮.৭৭	৪০.০৭	(১১.৩০)	৩.২৯৪৫	৩২.৪৬
জুলাই ০২-জুন ০৩	১১.৬৬	১২.০১	৫.১৩	৭.৩০	২.৯৯	৩.০৯	৭.৭১
জুলাই ০৩-জুন ০৪	৩১.১	২৯.৮৯	২.৫১	১.৬৬	১.২৭	৩.১২	৫.৬২
জুলাই ০৪-জুন ০৫	৭.৯১	৫.৩১	২৬.৬০	৯.০৮	১৭.৬৬	৩.৬৭	৩১.৫৫
জুলাই ০৫-জুন ০৬	২৪২.০৪	২৪২.০৬	১৩.০৬	-	-	-	১৮.৫১
জুলাই ০৬ -জুন ০৭	৮৪৮.৫৬	৮৩৫.৯২	১১৯.৮৬	-	-	-	১৪৮.২৩
জুলাই ০৭ -জুন ০৮	১,০৪১.০৫	১,১২৬.৯২	৭৬৩.৭৩	-	-	-	৭২৪.৯৭
জুলাই ০৮ -জুন ০৯	৩৬৩.৮০	৩৮২.৪৭	১৪২৩.২৪	-	-	-	১২৭২.৯৪

NITA- Non Resident Investment Taka Account

উৎস- বাংলাদেশ ব্যাংক

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ও তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ৩২টি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ১১টি মোট ৪৩টি স্টক ব্রোকারের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

পরিশিষ্ট -১২

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডঃ

ক্রমিক সংখ্যা	স্টক ব্রোকারের নাম ও ঠিকানা	সদস্য নং	নিবন্ধন সনদ নং ও ইস্যুর তারিখ	সনদের ধরণ
১	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটিজ লিঃ প্রিন্টার্স বিল্ডিং, (৪র্থ তলা), ৫ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৯	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৯/২০০৮/২৯১ তারিখঃ ২৭.৭.২০০৮	স্টক ব্রোকার
২	এ.এইচ.সি. সিকিউরিটিজ লিঃ কক্ষ # ৬০২, স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	ডিএসই-১৫১	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫১/২০০৮/৩০৮ তারিখঃ ২৫.৮.২০০৮	স্টক ব্রোকার
৩	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২২৪	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২২৪/২০০৮/৩১৪-১৫ তারিখ- ০২.১২.২০০৮	স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার
৪	আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ৩৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২৩৪	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩৪/২০০৮/৩১২-১৩ তারিখ - ১৭.১১.২০০৮	স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার
৫	আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিঃ, ফারুক চেম্বার (৭তম তলা), ১৪০৩ শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম	ডিএসই-১০৬	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১০৬/২০০৮/৩১১ তারিখ - ২২.১০.২০০৮	স্টক ব্রোকার
৬	ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড শিল্প ব্যাংক ভবন, (১১, ১৮-২০ তলা), ৮ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৯২	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৯২/২০০৯/৩১৬ তারিখ : ০১.০১.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৯২/২০০৯/৩১৭ তারিখ :০১.০১.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
৭	ইনডিকেট সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড কক্ষ নং ৫২৩-৫২৪, ডিএসই এনেক্স ভবন ৯/ই মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৫৪	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫৪/২০০৯/৩১৮ তারিখ :২৫.০১.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫৪/২০০৯/৩১৯ তারিখ :২৫.০১.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
৮	এএসইএনজেড সিকিউরিটিজ লিমিটেড বাসা # ৮এ, রোড#৫০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	ডিএসই-৬৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৬৫/২০০৯/৩২৪ তারিখঃ ১৮.০৩.২০০৯	স্টক ডিলার

৯	আলহাজ সিকিউরিটিজ এন্ড স্টকস লিঃ কক্ষ নং ৩০৬, ডিএসই ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৯৩	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৯৩/২০০৯/৩২৫ তারিখ :১৮.০৩.২০০৯	স্টক ডিলার
১০	কাজী ইক্যুইটিজ লিমিটেড কক্ষ নং ৪০৬, ডিএসই ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৩৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৩৫/২০০৯/৩২৬ তারিখ: ১৮.০৩.২০০৯	স্টক ডিলার
১১	খুরশীদ আলম সিকিউরিটিজ লিমিটেড কক্ষ নং ২০৪, ডিএসই ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৬৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৬৭/২০০৯/৩২৭ তারিখ : ১৮.০৩.২০০৯	স্টক ডিলার
১২	দোহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড চেম্বার বিল্ডিং (৩য় তলা), ১২২-১২৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১২৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৭/২০০৯/৩২৯ তারিখ :২৪.০৩.২০০৯	স্টক ব্রোকার
১৩	ট্রান্সকম সিকিউরিটিজ লিমিটেড পিবিএল টাওয়ার (১০-১১ তলা), ১৭ নর্থ বা/এ, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা-১২১২	ডিএসই-৫৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই ৫৫/২০০৯/৩২১ তারিখ : ১৭.০২.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৫/২০০৯/৩২২ তারিখ :১৭.০২.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
১৪	ফরিদা রকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড কক্ষ নং ৩০৭, ডিএসই ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৮৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৮৭/২০০৯/৩২৮ তারিখ :১৮.০৩.২০০৯	স্টক ডিলার
১৫	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড পিপলস ইন্স্যুরেন্স ভবন ৩৬, দিলকুশা বা/এ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২৩২	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩২/২০০৯/৩৫২ তারিখ: ২৫.০৬.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩২/২০০৯/৩৫৩ তারিখ: ২৫.০৬.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
১৬	ভিশন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড মধুমিতা ভবন (৭ম তলা) ১৫৮-১৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২৪	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪/২০০৬/১১১ তারিখ: ২২.০৬.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪/২০০৮/২৪৭ তারিখ: ২২.০৬.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
১৭	মাইকা প্রোপার্টিজ এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড এফ আর টাওয়ার (১৬ তলা), ৩২ কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ, বনানী ঢাকা-১২১৩	ডিএসই-২১৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২১৫/২০০৯/৩৪৯ তারিখ: ২১.০৬.২০০৯	স্টক ডিলার

১৮	জাহান সিকিউরিটিজ লিমিটেড কক্ষ নং-২১৩, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৯৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৯৫/২০০৯/৩৪৬ তারিখ: ২১.০৬.২০০৯	স্টক ডিলার
১৯	শাহ মোহাম্মদ সাগীর এন্ড কোম্পানি লিমিটেড স্যুট নং-১০০৬, মধুমিতা ভবন (৯ম তলা), ১৫৮-১৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৭১	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৭১/২০০৯/৩৪৭ তারিখ: ২১.০৬.২০০৯	স্টক ডিলার
২০	এরশাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড কক্ষ নং-৪১৪, ডিএসই বিল্ডিং ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২৩	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩/২০০৯/৩৪৮ তারিখ: ২১.০৬.২০০৯	স্টক ডিলার
২১	এরিস সিকিউরিটিজ লিমিটেড স্যুট নং-৬০৩, মধুমিতা সিনেমা হল বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা) ১৫৮-১৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৪৮	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৮/২০০৯/৩৫০ তারিখ: ২১.০৬.২০০৯	স্টক ডিলার
২২	পি.এইচ.পি স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড পি.এইচ.পি হাউজ, ৩১, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম	ডিএসই-২৩৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩৫/২০০৯/৩৪০ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
২৩	রাস্তি সিকিউরিটিজ কনসালট্যান্ট লিঃ রুম নং-৬০১ (৬ষ্ঠ তলা) মধুমিতা ভবন ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২১৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২১৭/২০০৯/৩৩৯ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
২৪	আর এন ট্রেডিং লিমিটেড কক্ষ নং-৪১৬ এবং ৪১৮, ডিএসই বিল্ডিং ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৭৮	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭৮/২০০৯/৩৪৩ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
২৫	জয়তুন সিকিউরিটিজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ কক্ষ নং-৪৩৩ (৪র্থ তলা) ১০৩৩ (১০ম তলা), ৯/ই মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৪৮	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪৮/২০০৯/৩৩৭ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
২৬	ডি এম আর সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিঃ কক্ষ নং-২১৪, ২য় তলা, ডিএসই ভবন ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৪	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪/২০০৯/৩৩৬ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার

২৭	হ্যাক সিকিউরিটিজ লিঃ ৪ এবং ৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৭৪	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭৪/২০০৯/৩৪১ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
২৮	হাজী আহম্মদ ব্রাদার্স সিকিউরিটিজ লিঃ মধুমিতা সিনেমা হল বিল্ডিং, ১৫৮-১৬০ মতিঝিল বা/এ,(৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০	ডিএসই-৪১	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪১/২০০৯/৩৩৮ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
২৯	এ এন এফ ম্যানেজমেন্ট কোং লিঃ রুম নং-৫০৪, ডিএসই বিল্ডিং ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১১৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১১৭/২০০৯/৩৪২ তারিখ: ২৫.০৫.২০০৯	স্টক ডিলার
৩০	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড জীবন বীমা টাওয়ার, ১০ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০	ডিএসই-১৪৫	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪৫/২০০৯/৩৩৪ তারিখ: ১০.০৫.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪৫/২০০৯/৩৩৫ তারিখ: ১০.০৫.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
৩১	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড টি বোর্ড বিল্ডিং (২য় তলা), ১১১-১১৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২৩৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩৭/২০০৯/৩৩২ তারিখ: ০৭.০৫.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩৭/২০০৯/৩৩৩ তারিখ: ০৭.০৫.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার
৩২	ইনডাষ্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড চেম্বার বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা) ১২২-১২৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ডিএসই-২৩৮	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩৮/২০০৯/৩৩০ তারিখ: ২০.০৪.২০০৯ ও নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩৮/২০০৯/৩৩১ তারিখ: ২০.০৪.২০০৯	স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড:

ক্রমিক নং	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর নাম ও ঠিকানা	ক্যাটাগরী	সদস্য নং	নিবন্ধন সনদ নং ও তারিখ
১	ভ্যানগার্ড শেয়ারর্স এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ ৫, গোসাইলডাঙ্গা, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম	স্টক ডিলার	সিএসই-০৩৬	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৩৬/২০০৮/১৬৯ তারিখ -১৫.১২.২০০৮
২	জেসকো ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এনসেস চেম্বার (১ম তলা), ১১০২ নুর আহমদ রোড,চট্টগ্রাম ।	স্টক ডিলার	সিএসই-১২১	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১২১/২০০৮/১৬৭ তারিখ -০১.১২.২০০৮
৩	জেসকো সিকিউরিটিজ এনসেস চেম্বার (১ম তলা), ১১০২ নুর আহমদ রোড,চট্টগ্রাম ।	স্টক ব্রোকার	সিএসই-১২১	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১২১/২০০৮/১৬৪ তারিখ -৪.১১.২০০৮
৪	সায়া সিকিউরিটিজ লিঃ ৮৪/বি, ঢাকা হাউজিং, উত্তর আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা	স্টক ব্রোকার	সিএসই-১০	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০/২০০৯/১৭০ তারিখ- ১২.০১.২০০৯
৫	সানমার ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ সানমার ওশ্যান সিটি (৭ম ফোর) ৯৯৭ সিডিএ এভিনিউ, পূর্ব নাসিরাবাবদ, চট্টগ্রাম	স্টক ব্রোকার	সিএসই-১০৯	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০৯/৯৮-০১৬ তারিখ -০৭.০৬.২০০৯
৬	ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিমিটেড ১নং আলী বিপনী লাল দিঘীর পার, সিলেট তারিখ -০৪.০৬.২০০৯	স্টক ডিলার	সিএসই-৯৬	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৯৬/২০০৯/১৭৭
৭	থ্রি এ এ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড কমার্শিয়াল কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা) ৯৫, আগ্রাবাদ বা/এ চট্টগ্রাম.	স্টক ডিলার	সিএসই-৪৪	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৪৪/২০০৯/১৭৫ তারিখ -০৪.০৬.২০০৯
৮	আই ডি এল সি সিকিউরিটিজ লিমিটেড ৩৬ দিলকুশা বা/এ, ১৪ তলা ঢাকা-১০০০	স্টক ডিলার	সিএসই-১১৯	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১১৯/২০০৯/১৭৬ তারিখ -০৪.০৬.২০০৯
১০	দি সিটি ব্যাংক লিঃ জীবন বীমা টাওয়ার ১০, দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০	স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার	সিএসই-১৩৩	নিবন্ধন-৩.১/সিএসই-১৩৩/২০০৯/১৭৩ নিবন্ধন-৩.১/সিএসই-১৩৩/২০০৯/১৭৪ তারিখ -২১.০৫.২০০৯
১১	পূবালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ২৬ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০	স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার	সিএসই-১০৫	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০৫/২০০৯/১৭১ নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০৫/২০০৯/১৭২ তারিখ -২০.০৫.২০০৯

২০০৮ - ২০০৯ অর্থবছরে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ও তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ১৬৯টি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৮০টি সদস্য প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৩৩২টি স্টক ডিলার/ স্টক ব্রোকারের নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

পরিশিষ্ট -১৩

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ:

ক্রমিক নং	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর নাম	সদস্য নং
১	ওয়াইফ্যাং সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২১০
২	প্রি লিংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২০২
৩	রোজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১২৫
৪	নউভেলী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১২
৫	শহীদুল হক সিকদার সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ লিমিটেড	২২১
৬	মাইকা প্রোপারটিজ এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২১৫
৭	এ্যালায়েন্স সিকিউরিটিজ এন্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	১৩৭
৮	পপুলার ইক্যুইটিজ লিমিটেড	৬৮
৯	আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫৮
১০	বালি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৫৩
১১	রাজ্জাক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৮৪
১২	ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন সার্ভিসেস লিমিটেড	১৫৮
১৩	টোটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড	২০০
১৪	হাজী আহমেদ ব্রার্দাস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪১
১৫	আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোং লিমিটেড	১২৯
১৬	এএম সিকিউরিটিজ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	২০৫
১৭	রাস্তি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২১৭
১৮	সিকিউরিটিজ ব্রোকিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড	১৩৬
১৯	ন্যাশনাল শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫৭
২০	ফরচুন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৪৭
২১	আরব বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন	২০১
২২	ইউনাইটেড ট্রেডিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	২২৭
২৩	হারুন সিকিউরিটিজ	১০৬
২৪	এবিএস সাফদার এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	১২৪
২৫	ধানমন্ডি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯৮
২৬	এএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২২২
২৭	এস এন্ড এইচ ইক্যুইটিজ লিমিটেড	০২
২৮	কোস্ট টু কোস্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৯৮

২৯	মিরর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	২২৩
৩০	ডাইনামিক সিকিউরিটিজ কনস্যালন্টেটস লিঃ	১২৬
৩১	টাইমস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬৬
৩২	পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৭৯
৩৩	বি এন্ড বি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড	৩৪
৩৪	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৩
৩৫	মন্ডল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২০৯
৩৬	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২০৩
৩৭	খুরশিদ আলম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬৭
৩৮	জাহান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৯৫
৩৯	এসবি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫১
৪০	আলী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৫
৪১	আলোকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৩৯
৪২	ইমতিয়াজ হোসেইন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫০
৪৩	মোরশেদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৬
৪৪	ই- সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৬৬
৪৫	এএসইএনজেড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৬৫
৪৬	মশিহুর সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৩৪
৪৭	এম এন্ড জেড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৯৬
৪৮	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২১৪
৪৯	এইচএসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৭৪
৫০	ঔষধী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২০৮
৫১	কাজী সোয়েব রসিদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৮
৫২	সিএমএসএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৩
৫৩	কাজী ইক্যুইটিজ লিমিটেড	১৩৫
৫৪	আলহাজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯৩
৫৫	এ বি ইস্পাহানী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০১
৫৬	খাজা ইক্যুইটি সার্ভিসেস লিমিটেড	১০
৫৭	এক্সপো ট্রেডার্স লিমিটেড	২৩০
৫৮	ইউজিসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫৪
৫৯	স্টক এন্ড বন্ড লিমিটেড	১৯৯
৬০	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৩৩
৬১	ফেডারেল সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	৪৫
৬২	হাজী মোহাম্মদ আলী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬৫
৬৩	নাবিউল করিম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৫

৬৪	কাইয়ুম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৩৮
৬৫	হাওলাদার ইক্যুইটি সার্ভিসেস লিমিটেড	১০২
৬৭	আকিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৩১
৬৮	মিয়া আব্দুর রশিদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫৩
৬৯	ড্রাগন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৯
৭০	এম জুবায়ের সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫২
৭১	ডেটন হোল্ডিংস লিমিটেড	১০১
৭২	জিএমএফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৮৬
৭৩	এবি এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	৪৩
৭৪	শাহিক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৩৯
৭৫	হাবিবুর রহমান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৮৭
৭৬	এরশাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৩
৭৭	রাশিদ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড	৩৫
৭৮	র‌্যাপিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪২
৭৯	খুরশিদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪৭
৮০	আর এন ট্রেডিং লিমিটেড	৭৮
৮১	মোঃ ফখরুল ইসলাম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯০
৮২	দেওয়ান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪২
৮৩	বিএলআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৭৫
৮৪	বাংলাদেশ কর্মাস ব্যাংক লিমিটেড	১৮০
৮৫	তোবারক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৭২
৮৬	টিএ খান সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিমিটেড	১৭৪
৮৭	শাহেদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১২৩
৮৮	শ্যামল ইক্যুইটি লিমিটেড	০৩
৮৯	এরিনা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৫
৯০	পার্কওয়ে সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৯৪
৯১	বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	২০
৯২	সালটা ক্যাপিটাল	৯৫
৯৩	স্যুইফট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	২৪
৯৪	মোঃ শাহিদুল্লাহ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯১
৯৫	মিডওয়াই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৪২
৯৬	জয়তুন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৪৮
৯৭	এইচ আর সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৭২
৯৮	কাজী ফিরোজ রশিদ লিমিটেড	২৯
৯৯	বিআরবি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২২০

১০০	এমএএইচ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৩
১০১	এ্যারাইজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪৮
১০২	নুর-ই-আলম সিদ্দিকী	১৮২
১০৩	জামাল আহমেদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯৭
১০৪	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক লিমিটেড	১৫২
১০৫	ডিএসএফএম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৩৩
১০৬	সামিন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৮৩
১০৭	ইউনিরয়েল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৮৯
১০৮	মর্ডান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২২৯
১০৯	আলহাজ জাহানারা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৩৮
১১০	স্কয়ার সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	৭৬
১১১	পাশা ক্যাপিটাল লিমিটেড	১২
১১২	এমএএম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৮৬
১১৩	ইত্তেহাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১০
১১৪	পিএইচপি স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৩৫
১১৫	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২০৩
১১৬	ডিআরএম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৪
১১৭	এ এন এফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড	১১৭
১১৮	মালটি সিকিউরিটিজ এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	৭৫
১১৯	সুরমা সিকিউরিটিজ হোল্ডিং কোম্পানি লিমিটেড	১১১
১২০	সাবভেলী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬৮
১২১	সার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৭
১২২	ইটিবিএল সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ লিমিটেড	৩১
১২৩	গ্রীনডেলটা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	৫৯
১২৪	জেকেসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৭৯
১২৫	মোহাম্মদ তালহা এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	৬৯
১২৬	জিকিউ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১২০
১২৭	আর এন আই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১২৮
১২৮	দৌলাতুননেসা ইক্যুইটিজ লিমিটেড	৩৭
১২৯	নেক্সাস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২১৮
১৩০	ইএমইএস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৫৫
১৩১	মার্চেন্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬৯
১৩২	আহমেদ ইকবাল হাসান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৪
১৩৩	মুনা ফাইন্যান্সিয়াল কনসালন্টেসি এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬৪
১৩৪	এস এন এম সার্ভিসেস লিমিটেড	০৭

১৩৫	সিনহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৬৭
১৩৬	এসইএস কোম্পানি লিমিটেড	১৬৩
১৩৭	তামহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৮১
১৩৮	বানকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৬৩
১৩৯	এল আর কে সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৬
১৪০	ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড	১০৪
১৪১	প্রোভেনসিয়াল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৭৩
১৪২	ইক্যুইটি রির্সোস লিমিটেড	৩০
১৪৩	আনোয়ার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৬০
১৪৪	গ্রেটওয়ে ইক্যুইটি রিসোর্স লিমিটেড	১৫৭
১৪৫	গ্লোবাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৬০
১৪৬	রয়েল গ্রীন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৭৭
১৪৭	দেশ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৮৫
১৪৮	সাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৮
১৪৯	গ্লোব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৮৯
১৫০	সি-মার্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৮৩
১৫১	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক	১৯৭
১৫২	বিজনেস ট্রেড সিন্ডিকেট	২২৬
১৫৩	শাহ মোহাম্মদ সগির এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	১৭১
১৫৪	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১০৭
১৫৫	হারপোন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৩১
১৫৬	মর্ডান ইক্যুইটি লিমিটেড	২০৬
১৫৭	কান্ট্রি স্টক (বাংলাদেশ) লিমিটেড	৯৯
১৫৮	এ. আর. চৌধুরী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২২
১৫৯	এম. রহমান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৮৫
১৬০	গ্রীনলেন্ড ইক্যুইটিজ লিমিটেড	১৮
১৬১	ফিনিক্স সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৪
১৬২	এআরসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০০
১৬৩	বেক্সিমকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৭৮
১৬৪	ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮
১৬৫	আদিল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৭
১৬৬	আল-মুনতাহা ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড	৪৯
১৬৭	ইমিন্টে সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৯১
১৬৮	ব্রাদারহুড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৯
১৬৯	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	৭১

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড:

ক্রমিক নং	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর নাম	সদস্য নং
১	ট্রেডসেট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৭৭
২	কবির সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫৬
৩	আইসিবি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৭১
৪	এ এ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৩২
৫	রাজা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৭৪
৬	সোহেল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৭৬
৭	স্কাই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৪
৮	আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৯
৯	হাবিব শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫৪
১০	চিটাগাং ক্যাপিটাল লিমিটেড	০০৬
১১	সিলেট মেট্রোর সিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০২৫
১২	জেএইচ ক্যাপিটাল লিমিটেড	০২৮
১৩	আইলেন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫
১৪	রয়েল ক্যাপিটাল লিমিটেড	০৫৩
১৫	নরবান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৯৯
১৬	কিশওয়ার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৪৭
১৭	মিরপুর সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫০
১৮	ভেনটেজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৫
১৯	করডিয়াল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৩
২০	ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০১১
২১	যুবক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	০২৬
২২	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ এন্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড	০৫৭
২৩	মোনা ফাইন্যাসিয়াল কনসালটেন্সি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৩
২৪	সিলনেট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৩৩
২৫	জেটেল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৪৫
২৬	সিএমএসএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৬১
২৭	হলি সিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৯৩
২৮	এমকেএম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫১
২৯	ইমপেল শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৪৯
৩০	ওমান বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যাস লিমিটেড	০৮৮
৩১	লংকা বাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৯১
৩২	পিএফআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৯৫

৩৩	বৃটিশ বাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০০৮
৩৪	ইউনিট ফাইন্স্যাসিয়াল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড	০৪৩
৩৫	আনাম ক্যাপিটাল লিমিটেড	০১৫
৩৬	বি রিচ লিমিটেড	০২৭
৩৭	গ্রীন ডেল্টা ফাইন্স্যাসিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	১৩০
৩৮	হাসান শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৪
৩৯	চিটাগাং শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৬০
৪০	ইক্যুইটি পার্টনারস লিমিটেড	০১৩
৪১	হলমার্ক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৭
৪২	আলফা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০০১
৪৩	প্লাটিনাম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৬৫
৪৪	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৩৪
৪৫	আইএসপিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০২২
৪৬	পিপলস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	০৫২
৪৭	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	০৭৮
৪৮	ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	০৯৮
৪৯	ইস্টার্ন শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫৮
৫০	বি এন্ড এইচ শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১২৯
৫১	হিলসিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৩৭
৫২	এবাকাস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৩
৫৩	সাউথ এশিয়া সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০০৪
৫৪	ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিমিটেড	০৯৬
৫৫	এক্সপ্রেস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০২
৫৬	স্টারপোর্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১০
৫৭	ইন্টারকন্টিনেন্টাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৯৪
৫৮	এসইএস কোম্পানি লিমিটেড	০৮২
৫৯	জেআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৩০
৬০	মেগাসিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৬
৬১	মাল্টি সিকিউরিটিজ এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	০৯৭
৬২	সালটা ক্যাপিটাল লিমিটেড	০২২
৬৩	পিএইচপি স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৩১
৬৪	জালালাবাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৪
৬৫	হেফাজাতুর রহমান এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	০৪৬
৬৬	টি. কে. শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৬৯
৬৭	সেঞ্চুরি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৭৯

৬৮	রিলায়েন্স কনসালটেন্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৫৯
৬৯	পূরবী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৮৭
৭০	ফিনভেস্ট সার্ভিসেস লিমিটেড	০৬৬
৭১	গ্যালাক্সি ক্যাপিটাল লিমিটেড	০৮৫
৭২	নিজামস শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০২৯
৭৩	আহমেদ সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড	০৭০
৭৪	এন.সি. সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৭
৭৫	ইউনিটি শেয়ারস ট্রেড লিমিটেড	০৪১
৭৬	এসোসিয়েটেড ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০৬৩
৭৭	মিনহার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	০০৩
৭৮	মোহাররম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৮
৭৯	প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেন্টস এন্ড ইক্যুইটিজ লিমিটেড	০৫৫
৮০	ফারইস্ট শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১২৩

পরিশিষ্ট -১৪

২০০৮ - ২০০৯ অর্থবছরে কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক-ডিলার, ষ্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে কর্পোরেট বডিতে রূপান্তরিত হওয়া ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের নিম্নবর্ণিত ২টি সদস্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন স্টক ব্রোকার নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে:

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড:

ক্রমিক নং	স্টক ব্রোকারের নাম ও ঠিকানা	ক্যাটাগরি	সদস্য নং	নিবন্ধন সনদ নং ও তারিখ
১	ফরিদা রকিব সিকিউরিটিজ লিমিটেড কক্ষ নং ৩০৭, ডিএসই ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	স্টক ব্রোকার	ডিএসই-৮৭	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৮৭/২০০৯/৩২০ তারিখ: ২৮.০১.২০০৯
২	ইব্রাহিম সিকিউরিটিজ লিঃ ইব্রাহিম ম্যানসন, ১১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০	স্টক ব্রোকার	ডিএসই-৩৩	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৩/২০০৯/৩২৩ তারিখ: ১৭.০২.২০০৯

পরিশিষ্ট -১৫

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সিডিএস এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ যোগদানের তারিখ
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সরাসরি তালিকাভুক্ত)	০২.০৭.০৮
২	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (আইপিও)	২৭.০৭.০৮
৩	ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	১১.০৮.০৮
৪	বাংলাদেশ থাই এল্যুমিনিয়াম লিমিটেড	৩০.০৮.০৮
৫	গ্রামীন ওয়ান: স্কীম টু মিউচ্যুয়াল ফান্ড (আইপিও)	০২.০৯.০৮
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড (আইপিও)	২২.০৯.০৮
৭	ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেড	২৪.০৯.০৮
৮	সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড (আইপিও)	১৬.১০.০৮
৯	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (আইপিও)	০৩.১১.০৮
১০	জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	০৬.১১.০৮
১১	এসিআই ফরমুলেশন লিমিটেড (সরাসরি তালিকাভুক্ত)	১৮.১১.০৮
১২	শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড (সরাসরি তালিকাভুক্ত)	১৮.১১.০৮
১৩	নর্দার্ন জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (আইপিও)	২৫.১১.০৯
১৪	স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (আইপিও)	২৫.১১.০৮
১৫	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৩০.১১.০৮
১৬	সোনারগাঁ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড	৩০.১১.০৮
১৭	ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (আইপিও)	০১.০১.০৯
১৮	ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস লিমিটেড (আইপিও)	০১.০১.০৯
১৯	ফার্স্ট লিজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	০৪.০১.০৯
২০	ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড	০৪.০১.০৯
২১	বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড (আইপিও)	১৮.০১.০৯
২২	রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (আইপিও)	১৮.০১.০৯
২৩	ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	২৬.০২.০৯
২৪	জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২৬.০২.০৯
২৫	প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড (আইপিও)	১৭.০৩.০৯
২৬	বে লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (আইপিও)	১২.০৪.০৯
২৭	আল-হাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড	৩০.০৪.০৯
২৮	ডেল্টা স্পিনার্স লিমিটেড	২৮.০৫.০৯
২৯	বিচ হ্যাচারী লিমিটেড	২৮.০৫.০৯

পরিশিষ্ট -১৬

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মস, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস, মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে নিম্নরূপ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ইস্যুয়ার কোম্পানি এর বিরুদ্ধে:

কারণ	ইস্যুয়ার কোম্পানি এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরণ
আর্থিক হিসাব বিবরণীতে সঠিক ও স্বচ্ছ তথ্য প্রতিফলিত না হওয়া	৯	জরিমানা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১৩	জরিমানা
অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২৫	জরিমানা
মূলধন এবং শেয়ার হোল্ডিং পজিশন দাখিলে ব্যর্থতা	৩	জরিমানা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী বিলম্বে দাখিল	১	জরিমানা
কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনস পরিপালনের অবস্থা বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখাতে ব্যর্থতা	৫	নির্দেশনা
ডিবেঞ্চার এর বকেয়া পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতা	১	নির্দেশনা
কোম্পানির তহবিল আদায়করণ	১	নির্দেশনা
আর্থিক হিসাব বিবরণীতে সঠিক ও পূর্ণ তথ্য প্রতিফলিত না হওয়া	২	নির্দেশনা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যার্থতা	২৫	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৯	সতর্কীকরণ
এজিএম এর অডিও ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং দাখিল সংক্রান্ত	১	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা		
অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী BAS-34 অনুযায়ী প্রস্তুতকরণে ব্যর্থতা	২	সতর্কীকরণ
অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	৫	সতর্কীকরণ
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
বিলম্বে নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিল	১০	সতর্কীকরণ
বার্ষিক প্রতিবেদন বিলম্বে দাখিল	১	সতর্কীকরণ
বিলম্বে অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিল	৩	সতর্কীকরণ
তিন বছরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিরীক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২	সতর্কীকরণ
পরিচালনা পর্ষদের সভায় এজিএম এর তারিখ, সময়, স্থান নির্ধারণ এবং একই মিটিং এ লভ্যাংশ ঘোষণায় ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে EPS হিসাব সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
আইপিও ফান্ড ব্যবহার সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ

চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট ফার্ম এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট ফার্ম এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরণ
কোয়ালিফাইড নিরীক্ষা বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
ইস্যুয়ারের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১২	সতর্কীকরণ

স্টক ব্রোকার এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	স্টক ব্রোকার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
শেয়ার এর সর্ট-সেল সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৪	জরিমানা
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৯	সতর্কীকরণ

স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	স্টক ডিলার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরণ
শেয়ার এর সর্ট-সেল সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২	সতর্কীকরণ

অনুমোদিত প্রতিনিধি এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	অনুমোদিত প্রতিনিধি এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ বাতিল

ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরণ]
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৫	সতর্কীকরণ

মার্চেন্ট ব্যাংকার এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	মার্চেন্ট ব্যাংকার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৪	মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ বাতিল

অন্যান্যঃ

কারণ	সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরণ
শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
ডিএসই'র সিইও কর্তৃক সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ

পরিশিষ্ট -১৭

এসইসি কর্তৃক এবং এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ২৪৮টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলা সমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
১	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	আপীল বিভাগ	৮ টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	৯৭ টি
২	মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা		৬ টি
৩	মহানগর ১ম সহকারী দায়রা জজ আদালত, ঢাকা		১ টি
৪	৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		১টি
৫	৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		৮টি
৬	৪র্থ সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		১টি
৭	৮ম সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		১টি
৮	৯ম সহকারী জজ (সাভার) আদালত, ঢাকা		১টি
৯	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		৮টি
১০	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		১১৬টি
	মোট মামলার সংখ্যা:		**২৪৮টি**

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে এসইসি'র পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা:

এসইসি কর্তৃক/ এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	মামলা সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এসইসি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	৪০টি	সিকিউরিটিজ আইন ভংগের কারণে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায় এর জন্য PDR Act, 1913 এর অধীনে মোট ৩৭টি সার্টিফিকেট মামলা এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক আপীল বিভাগে ৩টি আপীল মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	২৯টি	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় চ্যালেঞ্জ করে আপীল বিভাগে ১টি, সিকিউরিটিজ আইন/ কমিশনের জরিমানার আদেশ চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ২৭টি এবং যুগ্ম জেলা জজ ৪র্থ আদালত, ঢাকায় ১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
নিষ্পত্তিকৃত মামলা	০২	কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ২ (দুই) টি দেওয়ানী মামলা বাদীপ কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট -১৮

আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩০ জুন, ২০০৯

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০০৮-২০০৯		২০০৭-২০০৮
	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রকৃত প্রাপ্তি
সরকারি মঞ্জুরী ঃ	০.০০		
প্রারম্ভিক জের (পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থ)		১৮.২৭৭	১.৫৭৪
ছাড়কৃত সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	০	-
মোট সরকারি মঞ্জুরী	**০.০০**	**১৮.২৭৭**	**১.৫৭৪**
কমিশনের বিবিধ আয়/প্রাপ্তি	৭.০৪০	১৩.৭৯০	২১.০৩০
মোট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	**৭.০৪০**	**৩২.০৬৭**	**২২.৬০৪**
পরিশোধ ঃ	খাতওয়ারী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	৪.৮৯২	৪.৪৪৬	৩.৯১০
মূলধনী ব্যয়	০.৬৪৮	০.৫৪১	০.৩৩৩
ঋণ/অগ্রীম প্রদান	০.১৫০	০.০১৯	০.০৮৪
থোক বরাদ্দ	**১.২৯০**		
পূর্ত ব্যয়	**০.০৬০**	**০.০৫৭**	**০.০০০**
মোট পরিশোধ/ব্যয়	**৭.০৪০**	**৫.০৬৩**	**৪.৩২৭**
সমাপনী জের (অব্যয়িত অর্থ)		**২৭.০০৪**	**১৮.২৭৭**

পাদটিকাঃ- ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে কমিশনের বাজেট বরাদ্দের কোডসমুহে ** (দুই তারকা) চিহ্নের পরিবর্তে * (এক তারকা) সংযোজন হওয়ায় থোক বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন কমিশন কর্তৃক অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট -১৯

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তালিকা (২০০৮-২০০৯)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ	উদ্যোক্তা
১.	জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী চেয়ারম্যান	২০০৮ আইওএসসিও এস ও আর সি সি সেমিনার	আমেরিকা	৮-১১ ডিসেঃ ০৮	এসইসি
		প্রাইঃ/পাবঃ পার্টনারশীপ ফর দি ফাইঃ সেক্টর-ইউরোপিয়ান স্টাডি ট্যুর	ইটালী	২৮-২৯ জানুঃ ০৯	আইএফসি-এসইডিএফ
		সাউথ এশিয়া ফোরাম অন দি ইমপেক্ট অফ গ্লোবাল ইকোঃ এন্ড ফাইঃ ক্রাইসিস	ফিলিপাইন	০৯-১০ মার্চ ০৯	এডিবি
২.	জনাব মনসুর আলম, সদস্য	ইমার্জিং মার্কেট কমিটি	মরক্কো	৮-১০ অক্টোঃ ০৮	এসইসি

৩.	জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী, সদস্য	এসইসি'স এ্যানুয়াল ইন্টাঃ ইন্সঃ ফর সিকিঃ মার্কেট ডেভেঃ	আমেরিকা	২০-৩০ এপ্রিল ০৯	এসইসি
৪.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান জোয়ার্দার, পরিচালক	ট্রেইন দি ট্রেইনার কোর্স অন নির্বাহী আইএফআরএস, আইএসএ এন্ড আইএএস	যুক্তরাজ্য	৪ জুলাই-০৩ সেপ্টেঃ ২০০৮	বাণিজ্য মন্ত্রনালয়
৫.	জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়া নির্বাহী পরিচালক	ইনভেস্টর এডুঃ মিটিং	কোরিয়া	৩০ অক্টোঃ-০১ নভেঃ ০৮	এসইসি
		সাউথ এশিয়ান বন্ড মার্কেট কনফারেন্স	হংকং	২৫-২৭ সেপ্টেঃ ০৮	এডিবি
৬.	জনাব ফরহাদ আহমেদ নির্বাহী পরিচালক	ইনভেস্টর এডুঃ মিটিং	কোরিয়া	৩০ অক্টোঃ-০১ নভেঃ ০৮	এসইসি
৭.	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	এসইসি'স এ্যানুল ইন্টাঃ ইন্সঃ ফর সিকিঃ মার্কেট ডেভেঃ	আমেরিকা	২০-৩০ এপ্রিল ০৯	এসইসি
৮.	জনাব এম. হাসান মাহমুদ পরিচালক	রিজিওনাল লিডারশীপ প্রোগ্রাম অফ সিকিঃ রেগুলেটর	সিঙ্গাপুর	৩১-আগস্ট-০৫ সেপ্টেঃ ০৮	এসইসি
৯.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম পরিচালক	ইসলামিক মার্কেট প্রোগ্রাম	মালয়েশিয়া	৬-১১ জুলাই ০৮	মালয়েশিয়া সরকার
		রিজিওনাল সেমিনার অফ ডেরিঃ এন্ড স্টাকচার প্রোডাঃ	থাইল্যান্ড	২২-২৬ জুন ০৯	এসইসি
১০.	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম পরিচালক	রিজিওনাল লিডারশীপ প্রোগ্রাম অফ সিকিঃ রেগুলেটর	সিঙ্গাপুর	৩১-আগস্ট-০৫ সেপ্টেঃ ০৮	এসইসি
১১.	জনাব শফিউল আজম পরিচালক	১১তম টোকিও সেমিনার অন সিকিউরিটিজ মার্কেট রেগুলেশন ২০০৮	জাপান	২৪ফেব্রুঃ-০৪ মার্চ ২০০৯	এফএসএ এন্ড দি ওইসিডি
১২.	জনাব রিপুন কুমার দেবনাথ পরিচালক	রিজিওনাল সেমিনার অন ইনবেস্টিগেশন এন্ড ইনফোর্সমেন্ট	থাইল্যান্ড	২৫-২৯ আগস্ট ০৯	এসইসি
১৩.	জনাব মাহমুদুল হক পরিচালক	রিজিওনাল সেমিনার অফ ডেরিভেটিবস এন্ড স্টাকচার্ড প্রোডক্টস	থাইল্যান্ড	২২-২৬ জুন ০৯	এসইসি
১৪.	জনাব পদীপ কুমার বসাক উপ পরিচালক	দি টোকিও এনফোর্সমেন্ট কণফারেন্স	জাপান	৯-১১ মার্চ ০৯	এফএসএ, জাপান
১৫.	জনাব মনসুর রহমান উপ পরিচালক	দি টোকিও এনফোর্সমেন্ট কণফারেন্স	জাপান	৯-১১ মার্চ ০৯	এফএসএ, জাপান
১৬.	জনাব মোঃআবুল কালাম উপ পরিচালক	মডার্ন ফাইঃ মার্কেটিঃকনসেপ্ট, প্রেকটিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট	ভারত	১৩-২৪ নভেঃ ০৬	ভারত সরকার
		ইন্টঃ কোর্স অন ইসলামিক ব্যাংকিং	ইরান	১৮-২৫ জানু ০৯	এসইসি
		ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর দি অফিসার্স অব এসইসি	ভারত	১৫-২৯ জুলাই ০৯	এসইসি
১৭.	জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান উপ পরিচালক	ইমার্জিং মার্কেট পোগ্রাম	মালয়েশিয়া	১৮-২৪ অক্টোঃ ০৮	মালয়েশীয় সরকার

২১. কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও নির্বাহীদের তালিকা
(৩০ জুন ২০০৯ তারিখে)

চেয়ারম্যান ঃ

- জিয়াউল হক খোন্দকার

সদস্য ঃ

- মনসুর আলম
- মোঃ ইয়াছিন আলী
- মোঃ আনিসুজ্জামান

কমিশনের নির্বাহী ঃ

- মোহাম্মাদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ আনোয়ারুল কবির ভুঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক
- ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক
- রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক
- এ, টি, এম, তারিকুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ আশরাফুল ইসলাম, পরিচালক
- এম, হাসান মাহমুদ, পরিচালক
- মাহবুবুল আলম, পরিচালক
- মাহবুবের রহমান চৌধুরী, পরিচালক
- কামরুল আনাম খান ,পরিচালক
- মোহাম্মদ রেজাউল করিম, পরিচালক
- মোহাম্মদ শফিউল আজম, পরিচালক
- রিপন কুমার দেবনাথ, পরিচালক
- মীর মোশাররফ হোসেন, পরিচালক
- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-পরিচালক
- মোঃ মাহমুদুল হক, উপ-পরিচালক
- প্রদীপ কুমার বসাক, উপ-পরিচালক
- মোঃ মনসুর রহমান, উপ-পরিচালক
- রাজীব আহমেদ, উপ-পরিচালক
- মোঃ আবুল কালাম, উপ-পরিচালক
- মোঃ আবুল হাসান, উপ-পরিচালক
- শেখ মাহবুব -উর রহমান, উপ-পরিচালক
- ফারহানা ফারুকী, উপ-পরিচালক
- আবু রাইহান মোহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ, উপ-পরিচালক
- মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, উপ-পরিচালক
- অনু দে, সহকারি পরিচালক
- মোঃ ইকবাল হোসেইন, সহকারি পরিচালক
- মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান, সহকারি পরিচালক

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থায়নকৃত এসইসি এর প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

- হাফিজ মোঃ হারুনুর রশিদ, সহকারি পরিচালক
- মাহমুদা শিরীন, সহকারি পরিচালক
- সুলতানা পারভীন, সহকারি পরিচালক
- তানিয়া শারমিন, সহকারি পরি

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

আইপিওতে আবেদন করার প্রেক্ষিতে সতর্ক বাণী

আইপিও শেয়ারে আবেদনের জন্য যে কোন ব্যক্তি একটি একক এবং একটি যৌথ হিসাবে আবেদন করতে পারবেন, দুই জন ব্যক্তি এককভাবে একটি করে মোট দুইটি এবং যৌথভাবে একটি আবেদন করতে পারবেন, অর্থাৎ উক্ত দুইজন সর্বমোট তিনটি আবেদন করতে পারবেন। কোনভাবেই আইপিওতে তারা তিনটির বেশি আবেদন করতে পারবেন না।

যেমন : ১. করিম = একক একটি।
২. রহিম = একক একটি।
৩. করিম+রহিম = যৌথ একটি।

- করিম এককভাবে যদি আবেদন না করেন, তবুও তিনি যৌথভাবে একাধিক আবেদন করতে পারবেন না।
- উল্লেখিত নির্দেশনাটি স্পষ্টভাবে শেয়ারের আবেদন পত্রে দেয়া আছে।
- আইপিওতে কেহ এর বেশি আবেদন করলে তার রিফান্ডের টাকা আটকে যাচ্ছে এবং কমিশন তা বাজেয়াপ্তও করতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঠিক নিয়মে আইপিওতে আবেদন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এসইসি ওয়েবসাইট

www.secbd.org

Contents

♦ What's new ♦ About SEC ♦ Stock Exchanges ♦ Listed Companies ♦ SEC Laws ♦ Prospectus ♦ Home Page
♦ Annual Report ♦ Investor's Information ♦ Quarterly Review ♦ Press Release ♦ Feed Back

রেফারেন্স রুম

সময় সূচী : রবিবার-বৃহস্পতিবার ১০.০০-৪.০০ টা

জীবন বীমা টাওয়ার (২১ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬ ৮১০১-০২, ৯৫৬ ১৫২৫ (এক্স ঃ ৫৮)

এসইসি'র প্রকাশনা

সিকিউরিটিজ আইন, রুলস্ ও রেগুলেশনস্ / মূলধন বাজার সংশ্লিষ্ট গেজেট নোটিফিকেশনস

পুঁজিবাজারের উপর স্থানীয় / বিদেশী প্রকাশনা

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রসপেক্টাস

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী

PRODUCTION : GPPM 02/10
BANGLADESH
TEL : 01819 220291, 7191934